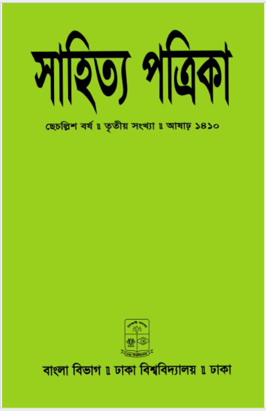

Vol. 46 | No. 3 | 2003

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙালা সাহিত্যে ব্যবহৃত আল-কুরআনের শব্দাবলী

Volume	46
Issue	3
Year	2003
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহাম্মদ রুহুল আমীন
Published online	June 1, 2003
DOI	10.62328/sp.v46i3.331
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i3.331
Pages	২৭-৬৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাঙালা সাহিত্যে ব্যবহৃত আল-কুরআনের শব্দাবলী

Check for updates

মুহাম্মদ রুহুল আমীন*

বাঙালা দেশে ইছলাম প্রচারের আদি কাল থেকেই আল-কুরআন ব্যাপকভাবে তিলাওয়াত হ'য়ে আসছে। শহর-বন্দর, গ্রামগঞ্জ সর্বত্রই কুরআন তিলাওয়াত শোনা যায়। কেবল তিলাওয়াত-ই নয়, কুরআনের তাফছীর ও কুরআন সম্পর্কে আলোচনা, বাঙালা সাহিত্যকে যেমন শত শত বছর যাবত সমৃদ্ধ ক'রে আসছে; তেমনি ইছলাম ধর্মের আচার-আচরণ ও ধর্মীয় কার্যকলাপ অনুশীলনের মাধ্যমে মুছলিম সমাজে আল-কুরআনের ভাষাও সামগ্রিকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশাল বাঙালা পুথি-সাহিত্যের শত শত বছরী ধারায় এ মহাগ্রন্থের বাণী ও ভাষা রূপায়িত হ'য়ে যেভাবে বাঙালা সাহিত্যকে পুষ্ট ক'রেছে, তেমনিভাবে তা পুষ্ট ক'রেছে বাঙালাদেশের জনসমাজকেও। ফলে আল-কুরআনের ভাষা তথা আরবী ভাষা কেবল বাঙালা সাহিত্যের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং তা বাঙালী জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে প'ড়েছে। ছড়িয়ে প'ড়েছে শহর-বন্দর, গাঁ-গ্রামেও। পীর-মাশায়েখের খানকা থেকে শুরু ক'রে অজ পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মানুষের ঘরে ঘরে, মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাজারে এই ভাষার প্লাবন আজো দৃষ্টিগোচর হয়। পরবর্তীকালে ইছলামী সাহিত্য তথা কুরআন- হাদিসের চর্চার মাধ্যমে আরবীর সঙ্গে ফার্সী ভাষার সংযোগ স্থাপিত হয়। তার-ই ফলে মুঘল আমলে আরবী-ফার্সী-উর্দুর মিশ্রণে বাঙালা ভাষার বিশেষ বিকাশ ঘটে। পুথি সাহিত্যে তার চমৎকার বিকাশ লক্ষণীয়।এভাবে আল-কুরআনের বহু শব্দ বাঙালা ভাষায় প্রবেশ ক'রেছে, যা বাঙালা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রেছে। দিয়েছে ভাষায় সজীবতা ও প্রাঞ্জলতা। সে জন্য বাঙ্লাদেশী বাঙালা ভাষায় আল-কুরআনের শব্দাবলী এখনো কি পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে, তা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হবে।

---

*প্রভাষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[আ]

আইয়াম (أيــام), **আয়াম**—১বি. দিনগুলো। ২বি. সময়, ঋতু। ৩বি. উপযুক্ত সময়। আইয়ামবেজ, আইয়ামবিজ-বি. শুক্লপক্ষীয় দিবস, চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ, আইয়ামবেজের রোজা [আইয়াম বহুব, একব, يوم]। تلك الأيام نداولها بين الناس. (তিলকাল[1] **আইয়্যামু** নুদাবিলুহা বাইনান নাছি): মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই[2] (৩:১৪০)।

আউয়াল (اول), **আওয়াল, আওল**—১বিণ. প্রথম, আদি (সত্যযুগের মড়া আর আওল· যুগের মাটি—বিভূতি)। ২ বিণ. শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট (আউয়াল জমি)। ৩ক্রি. বিণ. প্রথম, প্রারম্ভ (আওয়ালে আল্লাহর নূর—মনসুর)। [আউয়াল, একব, বহুব اوائل]। ان اول بيت وضع للناس (ইন্না **আউয়ালা** বাইতিন উদিয়া লিন্নাছি) : নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল -----(৩:৯৬)।

আউলিয়া (اولياء), **আওলিয়া**— বি. পীর বা দরবেশ (কে যে ছিলে তুমি জানি নাক কেহ দেবতা কি আওলিয়া—নজরুল)। [আউলিয়া বহুব, একব ولي]। الا ان اولياء الله (আলা ইন্না **আউলিয়া** আল্লাহি): জানিয়া রাখ! আল্লাহর বন্ধুদের— (১০:৬২)।

আউলাদ (اولاد), **আওলাদ**—বি. সন্তান-সন্ততি, (কারবালাজয়ী হোসেনের আওলাদ- তাহো)। [আউলাদ, বহুব, একব ولد]। انما اموالكم و اولادكم فتنة. (ইন্নামা আমউয়ালুকুম ওয়া **আউলাদুকুম** ফিতনা): নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ— (৬৪:১৫)।

আওছত (وسط), **অওসৎ**—বি. মধ্যবর্তী স্বত্ব; বড়ো জমিদারির অধীন খাজনা করা ভূসম্পত্তি। قال اوسطهم (কালা **আউছাতুহুম**) : উহাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল—(৬৮:২৮)।

আকিবত (عاقبة), **আকবত, আকেবত**— ১বি. পরিণাম (আপনা ঈমান গুনে, দুঃখ পায় জনে জনে, আকবতে হবে পেরেশান—হামজা)। ২বি. পরকাল, আখেরাত (তাতে আর কারুর আকবতের কাজ হবে না—ইমদাদ)। والعاقبة للمتقين (ওয়াল **আকিবাতু** লিল মুত্তাকীন): শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য - (৭:১২৮)।

আকবর —(اكبر) ১বিণ. মহান,

১. প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে সহজ ও সরল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

২. অনুবাদের ক্ষেত্রে সর্বজন সমাদৃত ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত আল কুরআনের অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে।

মহত্তম। ২বিণ. বৃহৎ, বৃহত্তম। والفتنة اكبر من القتل (ওয়াল ফিতনাতু **আকবারু** মিনাল কাতল) : ফিতনা হত্যা অপেক্ষা বৃহত্তম অন্যায় ---- (২:২১৭)।

আকছার (اكثر), আকসার— ক্রি.বিণ. সর্বদা, অধিকাংশ, সচরাচর, প্রায়ই (বন্ধু-বান্ধবদের ভিতর আকছারই দু'একজন বিলেত-ফেরতা থাকেন-মুজতবা)। واكثرهم لا يعقلون (ওয়া **আকছারুহুম** লা ইয়াকিলুন): তাহাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না—(৫:১০৩)।

আখবার (أخبار)— বি. খবরের কাগজ, সংবাদ [আখবার--বহুব, একব-----খবর । يومئذ تحدث أخبارها (ইয়াওমাইজিন তুহাদ্দিছু **আখবারাহা**): সেই দিন পৃথিবী তাহার সংবাদাদি বর্ণনা করিবে—(৯৯:৪)।

আখিরাত (اخرة), আখেরাত—বি. পরকাল, পরজীবন। و بالاخرة هم يوقنون(ওয়া বিল **আখিরাতিহুম** ইয়ুকিনুন): আখিরাতে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী— (২:৪)।

আখির (آخر), **আখের**—বিণ. শেষ, অন্ত (আখের মোকাম ফেরদৌস খোদার আরশ যথায় রয়- নজরুল)। هو الأول و الآخر (হুয়াল আউয়ালু ওয়াল **আখির**): তিনিই আদি, তিনিই অন্ত— (৫৭:৩)।

আছবাব (أسباب)— ১ বি. গৃহসজ্জার উপকরণ (আসবাব ঠাসা হাঁস ফাঁস করা গুমোট ঘরে-বুদ্ধদেব)। ২বি. উপকরণ, সরঞ্জাম (আসবাব দেখিয়া দেশে হবে বেকারার—হামজা)। أسباب السموات (**আছবাব্** আছ্ ছামাওয়াতি): উপকরণ আসমানে আরোহনের'— (৪০:৩৭)।

আছর (عصر), আসর— বি. যুগ, কাল, সময়, অপরাহ্ন, বৈকাল। ২ বি. নমাজের ওয়াক্ত বিশেষ والعصر (ওয়াল **আছর্**): মহাকালের শপথ— (১০৩:১)।

আছর (اثر)— ১ বি. প্রভাব, চিহ্ন, ফল (জিনের আছর) فانظر إلى آثار رحمة الله (ফানজুর ইলা **আছারি** রাহমাতিল্লাহি): আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর— (৩০ : ৫০)|

আছল (اصل)— ১বিণ. খাঁটি, বিশুদ্ধ, মূল اصلها ثابت (**আছলুহা** ছাবিতুন) : যাহার মূল সুদৃঢ়—(১৪:২৪)।

আজাব (عذاب), **আযাব**—বি. শাস্তি, সাজা (দোজখের আজাব হতে রেহাই কি চাও?-(জসীম) و لهم عذاب اليم(ওয়ালাহুম **আজাবুন** আলিম): তাহাদের জন্য

রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাস্তি—(২:১০)।

আজিম (عظيم), আযীম— বিণ. বিরাট, অত্যন্ত বড় (আজিম দরক্ত এক দেখিবারে পায়-হামজা)। و لهم عذاب عظيم (ওয়ালাহুম আজাবুন **আজিম**): এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহা শাস্তি—(২:৭)।

আজীজ (عزيز), আযীয— ১বিণ. শক্তিশালী। ২বিণ. প্রিয়। ৩ বিণ. সম্মানিত। ان الله عزيز حكيم (ইন্নাল্লাহা **আজীজুন** হাকীম): বস্তুতঃ আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়— (২:২২০)।

আজর (اجر), আজুরা, অজুরা —১বি. মজুরি, পারিশ্রমিক, ২বি. পুরস্কার (আজুরা না লই যদি এই কর্ম করে—আলাওল)। ان الله عنده اجر عظيم (ইন্নাল্লাহা ইন্দাহু **আজরুন আজীম**): নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট আছে মহা পুরস্কার—(৯:২২)।

আদদ (عدد) —১ বি. সংখ্যা, গণনা, অঙ্ক। ২বি. বার, দফা। ولتعلموا عدد السنين و الحساب (ওয়া লি তালামু **আদাদ আছছিনীনা** ওয়াল হিসাব): এবং যাহাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব জানিতে পার—(১৭:১২)।

আদনা (ادني)— ১বিণ. নীচ, ২বিণ. সামান্য, তুচ্ছ। انك تقوم ادني من ثلثي الیل (ইন্নাকা তাকুমু **আদনা** মিন ছুলুছাইল লাইলি): তুমি জাগরণ কর কখনও রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ—(৭৩:২০)।

আদম (ادم)— ১বি. প্রথম সৃষ্ট মানুষের নাম (আদিম মানুষ আদমে সৃজিয়া—নজরুল)] ২বি. মানুষ, و علم ادم الاسماء كلها (ওয়া আল্লামা **আদাম আল্** আসমাআ কুল্লাহা): আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন—(২:৩১)।

আদল (عدل)— বি. ন্যায় বিচার (এমন আদলে খুব করেন বাদশাই - গরীব)। ان الله يأمركم بالعدل (ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরুকুম বিল **আদল**): আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেন-(১৬:৯০)।

আদাওত (عداوة), আদাওয়াৎ আদাওতি— বি. শত্রুতা, বৈরীভাব দ্বেষাদ্বষী (বস্তিওয়ালা লোক সাথে আদাওতি রাখ-হামজা) و القينا بينهم العداوة (ওয়া আলকাইনা বাইনাহুমুল **আদাওয়াহ্**) : তাহাদের মধ্যে আমি শত্রুতা সঞ্চার করিয়াছি—(৫:৬৪)।

আদায় (اداء), আদাই—১ বি. লাভ, সংগ্রহ (আমি মেসোর কাছ হতে কাপড় আদায় করেছি–রবীন্দ্র)। ২বি উসুল, গ্রহণ

(খাজনা আদায় করা)। و اداء الـيه باحسـان (ওয়া **আদাউন** ইলাইহি বি ইহছান): সততার সহিত তাহার দেয় আদায় বিধেয়— (২:১৭৮)।

আবাবিল (ابابيل), **আবাবীল**— ১বি. বাবুই জাতীয় পাখি বিশেষ (খোদার সৈন্য আবাবিল তারে ধ্বংস করিল অতর্কিতে— মোস্ত ফা)। ২ বি. ঝাঁকসমূহ, আবাবিল বহুব. একব. নাই। و ارسل عليهم طيرا ابابيل, (ওয়া আরসালা আলাইহিম ত্বাইরান **আবাবিল**): উহাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন—(১০৫ : ৩)।

আবিদ (عابـد), **আবেদ**—বিণ. উপাসনাকারী এবাদতকারী, ভক্ত (আবিদ অধিক প্রভু নিকটে মহৎ— আলাওয়াল)। و لا انا عابـد مـا عبدتم (ওয়া লা আনা **আবিদ্** মা আবাত্তুম): এবং আমি ইবাদতকারী নহি তাহার যাহার ইবাদত তোমরা করিয়া আসিতেছ— (১০৯:৪)।

আমর (امـر)— বি. আদেশ, অনুজ্ঞা। و ظـهـر امـر الله (ওয়া জাহারা **আমরু**ল্লাহি): এবং আল্লাহর আদেশ বিজয়ী হইল—(৯:৪৮)।

আমল (عمـل)— ১ বি. রাজত্বকাল শাসনাকাল (শাহী আমল)। ২বি. পালন, কার্য, কর্ম অনুষ্ঠান (আমল বিহীনে পাঠ গুণহীন ধনু—আলাওল)। ايكـم احسـن عمـلا (আইয়্যুকুম আহসানু **আমালা**): কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? —(৬৭:২)।

আমানত (امـانـة), **আমানৎ**— ১বি. গচ্ছিত বস্তু (সমর্পিত তার হাতে নবীজীর পুণ্য আমানত- শিরাজী)। ২বিণ. গচ্ছিত, জমা (সেগুলিতে টাকা-কড়ি আমানত রাখা চলতো—মওদুদ) ان تؤدوا الامنت الي اهلها (আন তুয়াদ্দুল **আমানাত্** ইলা আহলিহা): আমানত উহার হকদারকে প্রত্যপর্ণ করিতে—(৪:৫৮)।

আমীন (امين), **আমিন**— ১বি. জমি জরিপকারী কর্মচারী বিশেষ। ২বি. তত্ত্বাবধায়ক, তদারককারী। ৩বি. বিশ্বস্ত, নিরাপদ (যুবক নবীরে আমীন বলিয়া ডাকিত এখন আদব করে—নজরুল)। و هذا البلد الامين (ওয়া হাজাল বালাদিল **আমীন**): এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর—(৯৫:৩)।

আম্বিয়া (انبـياء)—বি. নবীগণ, পয়গাম্বরগণ (কত আম্বিয়া আউলিয়া বাদশাহ ফকীর— নজরুল) اذ جعل فيكم انبياء (ইজ জা'আলা ফীকুম **আম্বিয়া**-আ) : যখন তিনি তোমাদের মধ্য হইতে নবী করিয়াছিলেন—

(৫:২০)।

আযীম — দ্র. আজিম।

আযীয — দ্র. আজীজ।

আয়াত (**اية**) —বি. কোরানের বাক্য বা বাক্যাংশ (চোখে যেন দেখি শুধু কোরআনের আয়াত— নজরুল)। ما ننسخ من اية (মা নানছাখ মিন আয়াত): আমি কোন আয়াত রহিত করিলে— (২ : ১০৬)।

আয়াম — দ্র. আইয়াম।

আরফাত (**عرفة**), **আরাফাত**— ১বি. মক্কা হইতে প্রায় বার মাইল পূর্বে অবস্থিত প্রসিদ্ধ ময়দান— প্রতি বৎসর জ্বিলহজ্জ চাঁদের নয় তারিখে হাজীগণের এই ময়দানে সমবেত হওয়া হজ্জের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ২বি. মাঠ, ময়দান (এই বাঙালায় তোমরা আনিও মুক্তির আরফাত— নজরুল)। فاذا افضتم من عرفات (ফা-ইজা আফাজতুম মিন **আরাফাত**): যখন তোমরা আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে—(২ : ১৯৮)।

আরশ (**عرش**)— বি. সর্বব্যাপী খোদার আসন, উচ্চতম স্বর্গীয় অবস্থান (আরাশ থাকিয়া হাসিলেন খোদা—নজরুল)। ثم استوى على العرش (**ছুম্মাছতাওয়া** আলাল **আরশ**): অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন- —(৭:৫৪)।

আলম (**عالم**)—১ বি. পৃথিবী, দুনিয়া (ফকির হয়ে দেশ-দেশান্তর ঘুরে আলম দেখে বেড়াব— মশাররফ)। ২বি.জগত, বিশ্ব [আলম একব, বহুব, আলামীন] الحمد لله رب العالمين (আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল **আলামীন**): সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই— (১:১)।

আল-হামদুলিল্লাহ (**الحمد لله**)— ১বি. সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর। ২বি. শুক্‌র বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশক বাক্য— ভোজনান্তে, সুসংবাদ শুনলে বা হাঁচি দিলে ইহা বলতে হয়। الحمد لله رب العالمين (আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল **আলামীন**): সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই—(১:১)।

আল্লাহ (**الله**), **আল্লা**— ১বি. খোদা কোরানোক্ত সৃষ্টিকর্তা-নিরাকার, বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা, একক, জাত নহেন, মানুষের একমাত্র উপাস্য, সর্বজীব ও জগতের পরমপতি। (আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়------- নজরুল)। الله لا اله الا هو (**আল্লাহু** লা ইলাহা ইল্লাহু): আল্লাহ, তিনি ব্যতিত কোন ইলাহ নাই—(২ ২৫৫)।

আহকাম (احكام) — ১বি. আদেশ, আজ্ঞা (হুকুম-আহকাম) ২ বি. বিধান সমূহ (কিন্তু কেয়ামে আহকামে সে উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়—নজিবর। [আহকাম বহুব, একব. হুকুম]। ان الحكم الا لله (ইনিল **হুকুমু** ইল্লা লিল্লাহি): বিধান আল্লাহরই—(১২:৬৭)।

আহদ (عهد) — বি. অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, আহদনামা (অঙ্গীকারপত্র)। اوفوا بالعهد (আউফু বিল **আহদ**): প্রতিশ্রুতি পালন করিও—(১৭:৩৪)।

আহমদ (احمد) — ১বি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসিত ব্যাক্তি । হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অন্যনাম। يأتي من بعدي اسمه احمد (ইয়া'তি মিন বা'দিছমুহু **আহমাদ**): আমার পরে আহমদ নামে যে রসুল আসিবে—(৬১:৬)।

আহল (اهل) **আহল, আহেলা, আহেলী, আহলে**— ১বিণ. খাঁটি, খাস, অমিশ্র, আসল (আহল বিলেতি ইঙ্গবঙ্গদের মতে—প্রমথ)। ২বি. অধিবাসী (আহলে আরব) و جاء اهل المدينة (ওয়া জাআ **আহাল** আল-মাদীনাতি) : নগরবাসীগণ উপস্থিত হইল—(১৫:৬৭)।

আহাদ (احد) —বি. আল্লাহ অদ্বিতীয় সত্তা একক (আহাদ আছিল এক-- দৌলত)। قل هو الله احد (কুল হুয়াল্লাহু **আহাদ**) বল, তিনিই আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়—(১১২:১)।

[ই]

ইকরা (اقرا) —ক্রি. পড়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট সর্বপ্রথম যে ওহী নাজিল হয় তাহার প্রথম শব্দ ইকরা। اقرا باسم ربك (**ইকরা** বিছমি রাব্বিকা): পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে— (৯৬:১)।

ইকামত (اقامة), **একামত, একামৎ, আকামত**— ১বি. ফরজ নামাজের প্রারম্ভে উচ্চারিত আজানের প্রায় অনুরূপ শব্দাবলী (তাড়াতাড়ি আকামত করে নামাজের শুরু করে দিলাম—ইমদাদ)। ২বি. অবস্থান। و يوم اقامتكم (ওয়া ইয়াওমা **ইকামাতিকুম**): এবং তোমাদের অবস্থান কালে---(১৬:৮০)।

ইখতিলাফ (اختلاف), **এখতেলাফ**— বি. পার্থক্য, অনৈক্য, মতভেদ। لوجدوا فيه اختلافا كثيرا (লা ওয়াজাদু ফীহি **ইখতিলাফ** কাছিরা) : তবে তাহারা উহাতে অনেক অসংগতি পাইতে—(৪:৮২)।

ইঞ্জিল (انجيل), **ইঞ্জীল, ইনজিল, ইনজীল**— বি. খ্রীষ্টানদের

ধর্মগ্রন্থ যা ঈসা (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। (তওরাত ইঞ্জিল ভরি শুনিল যার আগমনী—নজরুল)। حتي تقيموا التورة و الانجيل (হাত্তা তুকিমুত তাওরাত ওয়াল **ইঞ্জিল**): তাওরাত ইনজিল প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত —(৫:৬৮)।

ইছলাম (اسلام), **ইসলাম, এসলাম**— ১বি. ধর্ম বিশেষ। যা মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ণতা দান করেছেন। ২বি. আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করা। ان الدين عند الله الاسلام (ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহি আল ইছলাম): নিঃসন্দেহে ইছলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন-- (৩:১৯)।

ইছমাইল (اسماعيل)— বি, বনী ইসরাঈল এর একজন নবীর নাম, ইব্রাহীম (আঃ) এর পুত্র। و اذ يرفع ابرهم القواعد من البيت و اسماعيل (ওয়া ইজ ইয়ারফাউ ইব্‌রাহীমুল কাওয়াইদা মিনাল বাইতি ওয়া **ইছমাইল**) : স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা গৃহের প্রাচীর তুলিতেছিল—(২:১২৭)।

ইছলাহ (اصلاح)— বি. সংশোধন সংস্কার। ان اريد الا الاصلاح (ইন উরীদু ইল্লাল ইছলাহ): আমিতো সংস্কারই করতে চাই-(১১:৮৮)।

ইনশা আল্লাহ (ان شاء الله), **ইনশাআল্লা**— খোদা চাহেত, আল্লাহর ইচ্ছায় বা কৃপায় (ইনশা আল্লাহ, যখন তোমরা মোরাকেবায়ে- নেসবতে তালিম লইবে—মনসুর)। و انا ان شاء الله لمهتدون (ওয়া ইন্না **ইনশা আল্লাহু** লামুহতাদুন): এবং আল্লাহ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা দিশা পাইব—(২:৭০)।

ইনছান (انسان), **এনসান**— বি. মানুষ (খুদার বান্দা ইনসান সেই নাই তার নিস্তার—মোহিত)। خلق الانسان (খুলিকাল **ইনছান**) : মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে —(৪:২৮)।

ইন্নালিল্লাহি (انا لله)— নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য (শূন্য বিমানে ইন্নালিল্লাহ ধ্বনি ওঠে অবিরাম —শাহাদাৎ) قالوا انا لله (কালু **ইন্নালিল্লাহি**): তারা বলে আমরা তো আল্লাহরই—(২: ১৫৬)।

ইবন (ابن), **ইবনে, এবনে** —বি. পুত্র (আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ) و اتينا عيسي ابن مريم (আতাইনা ইছা **ইবন** মাবইয়াম): মারইয়াম তনয় ঈছা কে দিয়াছি—(২:৮৭)।

ইবলিছ (ابليس), **ইবলীস** —১বি. শয়তান ২বি. শয়তানের নাম

(রোয়ে ওজ্জা হোবল ইবলিস খারেজিন—নজরুল)। فسجدوا الا ابليس (ফাছাজাদু ইল্লা **ইবলিছ**): ইবলীছ ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল— (২: ৩৪)।

ইমান (ايمان), **ঈমান**— ১বি. বিশ্বাস (আরবে আরবী ভাষে পাইল ইমান—সুলতান)। و لكن الله حبب اليكم الايمان (ওয়া লাকিন্নাল্লাহা হাব্বাবা ইলাইকুমুল **ইমান**): কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করিয়াছেন — ৪৯:৭)।

ইমাম (امام), **এমাম**— ১বি. যিনি নামাজে নেতৃত্ব করেন (কোথায় ইমাম, কোন সে খোৎবা পড়িবে আজিকে ঈদে?—নজরুল)। انى جاعلك للناس اماما (ইন্নি জাইলুকা লিন্নাছি **ইমাম**): আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করিতেছি ----- (২:১২৪)।

ইয়াকুত (ياقوت), **এয়াকুত**— বি. লালমনি, পদ্মরাগমনি (জড়ো করি লাল পোখরাজ আর ইয়াকুত-ভরা দিন—ফররুখ)। كانهم الياقوت (কাআন্নাহুমুল **ইয়াকুত**) : তাহারা যেন পদ্মরাগ —(৫৫:৫৮)।

ইয়াজুজ মাজুজ (ياجوج ماجوج) **এয়াজুজ**—বি. জাতি বিশেষ- কেয়ামতের পূর্বে যাদের আবির্ভাব ঘটবে (সীমা-হস্তে এয়াজুজ বাহির হইল— আলাওল)। ياجوج و ماجوج مفسدون فى الارض (ইন্না **ইয়াজুজা ওয়া মাজুজা** মুফছিদুনা ফিল আরদি): ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে—(১৮:৯৪)।

ইছম (اسم), **এসেম**— বি. নাম اقرا باسم ربك (ইক্‌রা বি ইছমি রাব্বিকা): পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে—(৯৬:১)।

ইল্‌ম (علم), **এলম, এলেম, ইলিম**— বি. বিদ্যা, জ্ঞান, বিজ্ঞান (আপনি এত কম ইলেম নিয়ে—ওহীদ)। و لا تقف ما ليس لك به علم (ওয়া লা তাকিফু মা লাইছা লাকা বিহী **ইলম**) : যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই উহার অনুসরণ করিও না—(১৭:৩৬)।

ইশা (عشاء), **এশা**— ১বি. রাত্রিকালীন ফরজ নামাজ (এশার ওক্তে মসজিদে ওযে দেয় আজান—মোহিত)। و جاؤوا اباهم عشاء(ওয়াজায়ু আবাহু **ইশাআ**) : উহারা রাত্রির প্রথম প্রহরে উহাদের পিতার নিকট আসিল—(১২:১৬)।

ইছলাম — দ্র. ইছলাম।

ইহুদি (يهود), **ইহুদী**— ১বি. হিব্রু, প্রাচীন জুডিয়া দেশের লোক।

২বি. প্রাচীন ধর্ম সম্প্রদায় বিশেষ (Jew)। و قالت اليهود (ওয়া কালাতিল ইয়াহুদ) : ইহুদীরা বলল-(২:১১৩)।

ইহছান (احسان), **এহসান**— বি. উপকার, অনুগ্রহ (মানব জেন্দেগী ভর তোমার এহসান—হামজা)। و بالوالدين احسانا (ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি **ইহছানা**) : তোমরা পিতা-মাতা প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে—(২:৮৩)।

[ঈ]

ঈছা (عيسي), **ইসা, ঈশা**— বি. আল্লাহর প্রেরিত নবী বিশেষ, যিশু, খ্রীস্টান ধর্মের প্রবর্তক (চলে গেল ঈসা, মুসা ও দাউদ— নজরুল)। و اتينا عيسي ابن مريم (ওয়া আতাইনা **ঈছা ইব্না** মারইয়ামা) : মার্‌ইয়াম তনয় "ঈসা" কে দিয়াছি— (২:৮৭)।

ঈশা — দ্র. ইশা।

[উ]

উকিল (وكيل), **উকীল**— ১বি. আইন ব্যবসায়ী, আইনজীবী। ২বি. প্রতিনিধি, মুখপাত্র। ৩বি. মুসলমানদের বিবাহে যে ব্যক্তি কনের সম্মতি লইয়া বরকে জানায় (উকিল বাপ; সে আমার পক্ষে উকিল নিযুক্ত হইয়া অপরের সঙ্গে বিবাহ স্থির করিয়া আসিল-মশাররফ)। ثم لا تجدوا لكم وكيلا (ছুম্মা লা তাজিদু লাকুম **ওয়াকিলা**) : তখন তোমরা তোমাদের কোন প্রতিনিধি পাইবে না—(১৭:৬৮)।

উছিলা (وسيلة), **অসিলা, অসীলা, উছিলা, ওছিলা**— ১বি. উপলক্ষ, মাধ্যম। ২বি. ওজর, অজুহাত, বাহানা (তোরা হাজার ছল-ছুতো অসিলা করে বললেও—নজরুল)। وابتغوا اليه الوسيلة (ওয়াবতাগু ইলাইহিল **উছিলা**) : তাহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর—(৫:৩৫)।

উজির (وزير), **উজীর, ওজির, উযীর, ওযীর**— বি. মন্ত্রী (আমি যদি বাদশাহ হইব তবে তোমাদিগকে ওজির করিব— রামরাম) সাহায্যকারী। و اجعل لي وزيرا (ওয়াজআল লী **উজির**) : আমার জন্য করিয়া দাও একজন সাহায্যকারী— (২০:২৯)।

উমরা (عمرة), **উমরাহ, ওমরা**— ১বি. হজ্জের ন্যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ২বি. জিয়ারত। و اتموا الحج و العمرة لله (ওয়া আতিম্মুল হাজ্জা ওয়াল **উমরাহ্** লিল্লাহি) : তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর— ২:১৯৬)।

উম্মত (امة)— ১বি. শিষ্য, অনুচর (নিখিল ব্যথিত উম্মত লাগি এখনো তোমার অশ্রু ঝরে—

ফররুখ)। ২ বি. জাতি। و من ذريتنا امة مسلمة لك (ওয়া মিন জুর্‌রিয়্যাতিনা **উম্মাত** মুছলিমাতাল্লাক) : আমাদের বংশধর হইতে তোমার এক অনুগত উম্মত করিও— (২:১২৮)।

উলা (اولي)— বিন. প্রথম, সর্বোচ্চ। فاذا جاء وعد اولهما (ফাইজা জাআ ওয়া'দু **উলা** হুমা) : অতঃপর এই দুইয়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হইল— (১৭:৫)।

উলামা (علماء), **উলমা, ওলামা, ওলমা**— বি. ইসলামী শাস্ত্রবিদগণ, জ্ঞানীগণ (আলিম ওলমা নাহি করেন, আদর—আলাওল)। انما يخشي الله من عباده العلماء (ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহি আল্ **উলামা**) : আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারাই তাঁহাকে ভয় করে—(৩৫:২৮)।

[এ]

একরাম (اكرام), **ইকরাম**— বি. শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভদ্রতা, সম্মান প্রদর্শন (এনাম একরাম তুমি কি দিবে আমায়—হামজা)। ذي الجلال و الاكرام (জিল্‌জালালি ওয়াল ইকরাম): যিনি মহিমময় ও মহানুভব—(৫৫:৭৮)।

একামত — দ্র. ইকামত।

একিন (يقين), **একীন**— বি. স্থির বিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয় (আমার ওপর তোমার একিন নাই-ইমদাদ)। انه لحق اليقين (ইন্নাহু লাহাক্কুল ইয়াকীন): অবশ্যই ইহা নিশ্চিত সত্য— (৬৯:৫১)।

এখতেলাফ — দ্র. ইখতিলাফ।

এজেন (اذن), **এজিন**— বি. অনুমতি, সম্মতি, মুসলমানদের বিবাহে পাত্রীর প্রদত্ত সম্মতি বা অনুমতি (বিয়ে পড়ানোর কালে দুলহিনের এজেন নেওয়া ছিল এক মস্ত কঠিন ব্যাপার—ইব্রাহীম)।

و احي الموتي باذن الله (ওয়া উহয়িল মাউতা বি-ইজনিল্লাহি) : আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবন্ত করি—(৩:৪৯)।

এতিম (يتيم), **এতীম**— ১বি. পিতা-মাতাহীন বালক-বালিকা (নিঃস্ব ও এতিম হইলে—বরকত)। ২বিণ. অনাথ, অসহায়। الم يجدك يتيما (আলাম ইয়াজিদ্‌কা **ইয়াতিমা**) : তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই? — (৯৩:৬)।

এমাম — দ্র. ইমাম

এবাদত — দ্র. ইবাদত

এল্‌ম — দ্র. ইলম

এহসান — দ্র. ইহসান

[ও]

ওক্ত (وقت), **ওকত, অক্ত, ওয়াক্ত**—

১বি. সময়, কাল (এই ত রে ভাই ওক্ত খুশীর—নজরুল) الي يوم الوقت المعلوم (ইলা ইয়াওমিল **ওয়াক্ত আল**-মা'লুম) : অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত —(১৫:৩৮)।

ওছিয়ত (وصية), অসিয়ত, অছিঅত, ওসিয়ত— ১বি. অন্তিম উপদেশ বা নির্দেশ। ২ বি. উইল (বহু দরকারী বিষয়ে অসিয়ত করিলেন—বাহার)। الوصية للوالدين و الاقربين (আল-ওছিয়্যাতু লিলওয়ালিদাইনি ওয়াল আকরাবীন) : পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়ত—(২:১৮০)।

ওজন (وزن) —১বি. মাপ, তৌল। ২বি. গুরুত্ব। ৩বি. মর্যাদা (সেও সাত আনার ওজনে উত্তর দিয়া থাকে—বঙ্কিম)। و الوزن **يومئذ الحق** (ওয়াল ওজনু ইয়াউমায়িজিনিল **হাক্ক্** : সেদিনের ওজন করা সত্য—(৭:৮)।

ওজর (**عذر**) — ১বি. আপত্তি (তোমার কোন ওজর শুনা যাইবেনা—টেকচাঁদ)। ২বি. কৈফিয়ৎ (কি থাকতে পারে তোর ওজর—নজরুল)। قد بلغت من لدني عذرا (কাদ বালাগতা মিল্লাদুননী উজরা) : আমার **ওজর** আপত্তি চূড়ান্ত হইয়াছে— **(১৮:৭৬)**।

ওজির— দ্র. উজির

ওমর (عمر), উমর—বি. বয়স (মোর ওমর বহুত হল—টেকচাঁদ)। حتي طال عليهم العمر (হাত্তা তালা আলাইহিমুল **উমুর**) : অধিকন্তু উহাদের আয়ুষ্কাল ও হইয়াছিল দীর্ঘ—(২১:৪৪)।

ওমরা—দ্র. উমরা

ওয়াক্ত—দ্র. ওক্ত

ওলি (ولي), অলি, অলী— ১বি. অভিভাবক, অছি। ২বি. দরবেশ (কত অলি দরবেশ এমন কি কত নবী-রসূলের পবিত্র জীবনী—আকরম) الله ولي المؤمنين (আল্লাহু **ওয়ালি** আল্-মুমিনীন) : আর আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক—(৩:৬৮)।

ওয়াদা (وعد), ওআদা—১বি. শপথ, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি (ফেরত দেবে বলে আজকের মতো ওয়াদা ও সে করেছিল-শা. হক)। وعد الله حق। (ওয়াদা আল্লাহি হাক্কান): আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য—(৪:১২২)।

ওয়ারিছ (وارث), ওয়ারিস, ওয়ারেশ, ওয়ারেস—বি. বংশধর, উত্তরাধিকারী (মইলে আমার

ওয়ারিশ পাবে- ইজদানী)। و على الوارث مثل ذالك (ওয়া আলাল্ **ওয়ারিছি** মিছলু জালিকা) :এবং উত্তরাধিকারীরও অনুরূপ কর্তব্য----- (২:২৩৩)।

ওয়ালেদ (والد) —বি. পিতা (আমার ওয়ালেদ সাহেবই আমার মুর্শেদ—মনসুর)। و والد و ما ولد (ওয়া ওয়ালিদ ওয়া মা ওয়ালাদ) পিতা এবং সন্তানের শপথ—(৩:৯০)।

ওয়াছওয়াছা (وسوس), অসওয়াসা— ক্রি. কুমন্ত্রণা দেয়া (বেশক দুনিয়ার ধনদওলত শয়তানের ওয়াসওয়াসা—মনসুর)। فوسوس اليهم الشيطان (ফা **ওয়াছওয়াছা** ইলাইহিম আশ্-শয়তান) : অতঃপর শয়তান তাহাকে কু মন্ত্রণা দিল --- (২০:১২২০)।

ওয়াহিদ (واحد), ওয়াহেদ—বিণ. এক, একক। و ما امؤوا الا ليعبدوا الها واحدا (ওয়া মা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদু ইলাহান **ওয়াহিদা)** : কিন্তু উহারা এক ইলাহের ইবাদত করিবার জন্যই আদিষ্ট হইয়াছিল—(৯:৩১)।

ওহি (وحي), ওহী, অহি, অহী—১বি. ঐশীবাণী, আল্লাহর প্রেরিত বাণী। ২বি. প্রত্যাদেশ (রসূলের নিকট যখন কোনও ওহি নাজেল হইত—বরকত)। ان هو الا وحي يوحي (ইন হুয়া ইল্লা **ওয়াহয়ুন** য়ুহা) : ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে—(৫৩:৪)।

[ক]

কওম (قوم)— বি. জাতি, সমাজ, সম্প্রদায়। কওমী-বিণ. জাতীয়, (উড়াও উড়াও আজি কওমী নিশান—মোস্তফা) و الله لا يهدي القوم الظالمين (ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল **কাওম** আজ-জালিমীন) : আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না— (৩ : ৮৬)।

কওল (قول)— বি. কথা, বাক্য, বচন, বাণী, অঙ্গিকার (তোমার কওল মিথ্যা নহে শুনিনি আজ তক—মোস্তফা) قول معروف (**কওলুন** মারুফুন) : ভাল কথা - (২:২৬৩)।

কওসর (كوثر)— বি. অমৃত, সুধা, (প্রেম নহরের কওসর বলে আমারে জহর দিলি? — নজরুল) انا اعطينا ك الكوثر (ইন্না আ'ত্বাইনাকা আল্-**কাউছার**) আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করিয়াছি—(১০৮:১)।

কছম (قسم)— শপথ, দিব্যি। و انه

(لقسم لو تعلمون عظيم ওয়া ইন্নাহু লা-কাছাম লাও তালামুনা আজীম) : অবশ্যই ইহা এক মহা শপথ যদি তোমরা জানিতে—(৫৬:৭৬)।

কতল (قتل)— বি. শিরচ্ছেদ, হত্যা, খুন, বধ, (দানব-দৈত্যে কতল করিতে আসে তলোয়ার লয়ে—নজরুল)। الفتنة اشد من القتل (আল ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল **কাতল্**) : ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর—(২:১৯১)।

কবজা (قبضة)— বি. হাতের মুঠা, মুষ্ঠি। فقبضت قبضة من اثر الرسول (ফাকাবাজতু কাব্জা-তাম মিন আছারির রাসূল): অতঃপর আমি সেই দূতের পদচিহ্ন হইতে একমুষ্ঠি লইয়া ছিলাম-----(২০:৯৬)।

করিম (كريم)— বিণ, করুণাময়, দয়াময়, দয়ালু (বন্দেগী করিতে বান্দা জমিনে ঠুকিয়া/ করিম দিয়েছে মাথা করম করিয়া —ভারত)। **فان ربي لغني كريم** (ফাইন্না রাব্বী গানিয়্যুন কারীম) : আমার প্রতিপালক অভাব মুক্ত, মহানুভব --- (২৭:৪০)।

কর্জ (قرض)— বি. ঋণ, ধার, হাওলাত (ধনকুবেরকে টাকা কর্জ দেওয়া নিষেধ করতে পারেন— মশাররফ)।

و اقرض الله قرضا حسنا (ওয়া আকরিজুল্লাহা **কার্জ**-আন হাসানা): এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ—(৭৩:২০)।

কলব (قلب)— বি. মন, হৃদয়, অন্তকরণ। لو كنت فظا غليظا القلب : (লাও কুন্তা ফাজ্জান গালিজাল কাল্ব): যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হইতে-- (৩: ১৫৯)।

কলম (قلم)— বি. লেখনী, যা দিয়ে লেখা হয় (কলমে বসিয়া কৃপাময়—ছান)। الذي علم بالقلم (আল্লাজি আল্লামা বিল **কালাম)** : যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন ------ (৯৬:৪)

কলমা (كلمة), কলেমা— ১বি. ইসলামের মূলমন্ত্র-যা মনেপ্রাণে বিশ্বাস না করলে মুসলমান হওয়া যায় না। ২বি. শব্দ, বাক্য, বাণী। و مثل كلمة خبيثة (ওয়া মাছালু **কালিমা**-তিন খাবীছাতিন) : কু-বাক্যের তুলনা— (১৪:২৬)।

কাজা (قضا), **কাযা**— ১বি. সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে নামাজ পড়া হয়। ২বি. পূর্ণ কর। الا حاجة في نفس يعقوب قضاها (ইল্লা হাজাতান ফী নাফছি ইয়াকুবা ক্বাজা-হা) :

ইয়াকুব কেবল তাহার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়াছিল— (১২:৬৮)।

কাতিল — দ্র. কাতেল।

কাতিব — দ্র. কাতেব।

কাতেব (كاتب), কাতিব— বি. লেখক, কেরানী, কর্মচারী বিশেষ। (সাত শত কাতেব এক সপ্তাহ পরিশ্রম করিয়া— শিরাজী)। و لا يأب كاتب ان يكتب (ওয়া লা ইয়াবা কাতিব আন্ ইয়াকতুবা) : লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না— (২:২৮২)।

কাদির — দ্র. কাদের।

কাদের (قدير), কাদির—বিণ. সর্বশক্তিমান, সমর্থ, যোগ্যতা সম্পন্ন। ان الله علي كل شيئ قدير (ইন্নাল্লাহা আলাকুল্লি শাইয়িন কাদীর) : আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান -(৩৫:১)।

কাফফারা (كفارة)— ১বি. গুনাহ মাফের জন্য ধর্মত দেয় দন্ড, গুনাহাদির ক্ষমা লাভের ব্যবস্থাবলি (যতদিন আল্লা তাকে মাফ না দেন ততদিন কাফফারা দিবেন—মনসুর)। ২বি. প্রায়শ্চিত্ত। ذالك كفارة ايمانكم (জালিকা **কাফফারাতু** আইমানিকুম): ইহাই তোমাদের শপথের কাফফারা -- (৫:৮৯)।

কাফির —দ্র. কাফের

কাফের (كافر), কাফির—বি. ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী, সত্য অস্বীকারকারী (তিনি কাফেরের ছোঁয়া কিছুতেই খাবেন না—মাহবুব)। منكم كافر (মিনকুম কাফির) : তোমাদের মধ্যে কেহ হয় কাফির— (৬৪:২)।

কামেল (كامل), কামিল—বিণ. সিদ্ধ, পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ (বেটি বলে বটে যদি কামেল ফকির—হামজা)। حولين كاملين (হাউলাইনি কামিলাইনি) পূর্ণ দুই বৎসর—(২:২০৩)।

কায়েম (قائم), কায়িম—১বিণ. প্রতিষ্ঠিত, স্থায়ী, (তখতে কায়েম কর পাক কোরআন—তালিম)। ২বিণ. দন্ডায়মাণ, খাড়া, স্থির। و هو قائم يصلي في المحراب (ওয়া হুয়া কায়েম্ য়ুছাল্লী ফিল মিহরাবি) : যখন তিনি কক্ষে সালাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন— (৩:৩৯)।

কারুন (قارون), কারূন—বি. হযরত মুসা (আঃ) এর চাচাত ভাই। সে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি ছিল। সে কৃপণতার জন্য ধ্বংস হয়ে অবিস্মরণীয় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। ان قارون كان من قوم موسي (ইন্না কারুনা কানা মিন কাওমি মুসা) : কারূণ ছিল মূসার

সম্প্রদায়ভুক্ত ----- (২৮:৭৬)।

কালাম (كلام)—১বি. বাক্য, বাণী, কথা (ঐএকই কালাম—জুলফিকার)। و قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله (ওয়া ক্বাদ কানা ফারীকুন মিনহুম ইয়াছমাউনা কালাম্ আল্লাহি): যখন তাহাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে—(২:৭৫)।

কিতাব (كتاب), কেতাব—১বি. গ্রন্থ, পুস্তক, (বই কেতাব পড়ে পায়নি খেতাব ----- জসীম)। ২বি. কুরআন শরীফ (আল্লায় কহিছে যবে কিতাবের বাণী—সুলতান)। ذلك الكتاب لا ريب فيه (জালিকাল কিতাব্ লা রাইবা ফীহ্) : ইহা সেই কিতাব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ----- (২:২)।

কিবলা—দ্র. কেবলা।

কিয়াম—দ্র. কেয়াম।

কিয়ামত (قيامة), কেয়ামত—বি. পুনরুত্থানের দিন, চূড়ান্ত বিচারের দিন (কিয়ামতে ভাসে চোখে আল্লার দরবার—নজরুল)। لا اقسم بيوم القيامة (লা উকছিমু বিইয়াউমিল কিয়ামাতি) : আমি শপথ করিতেছি কিয়ামত দিবসের--- (৭৫:১)।

কুওত (قوة), কূওত, কুওৎ— বি. শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা (ইসলামী হেম্মৎ ও কুওৎ একেবারে হারাইয়া বসিয়াছেন—শিরাজী)। خذوا ما اتينكم بقوة (খুজু মা আতাইনাকুম বি - কুওয়া) : আমি যাহা দিলাম দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর ----- (২:৬৩)।

কুরআন—দ্র. কোরান।

কুরছি (كرسي), কুরসী, কুরছি— বি. উপবেশন করার উঁচু আসন—(বসাইল উপরে কুরছির—হামজা)। وسع كرسيه السموات و الارض (ওয়াছিয়া কুরছি-য়্যুহুছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদি): তাঁহার 'কুরসী' আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত—(২:২৫৪)।

কুল (كل)— বিন. সমস্ত, যাবতীয়, সমুদয় (কুলজাহানের বাদশাহ তুমি—কাজী গোলাম আহমদ)। ليظهره على الدين كله (লি ইয়ুজহিরাহু আলাদ্ দীনি কুল্-লিহি): সকল দীনের উপর উহাকে বিজয়ী করার জন্য - (৬১:৯)।

কেতা (قطعة), কিতা, কিত্তা— বি. টুকরা, খন্ড, ভাগ (এই দরখাস্তের এক কেতা অবিকল নকল—দ্বীনবন্ধু)। بقطعة من الليل (বি কিত্ইম মিনাল লাইন): সুতরাং রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ

বাহির হইয়া পড় -------(১১:৮১)।

কেবলা (قبلة), কিবলা— ১বি. মক্কা-মোয়াজ্জমার কাবাগৃহ, যার দিকে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া হয়। فلنولينك قبلة ترضىها (ফালানুওয়াল্লিইয়ান্নাকা কিবলা-তান তারদাহা): সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফিরাইয়া দিতেছি যাহা তুমি পছন্দ কর—(২:১৪৪)।

কেয়ামত—দ্র. কিয়ামত।

কেরামন কাতেবিন (كراما كاتبين) —১বি. যেই ফেরেশতাদ্বয় মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক কার্যাবলীর হিসাব লিপিবদ্ধ করতে নিয়োজিত আছেন (পাপ পূণ্য কর্ম্মতরে দিবারাতি। কেরামন কাতেবিন লেখে দিন প্রতি—হেয়াত)। كراما كاتبين (**কেরামান কাতেবিন**) : সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ — (৮২:১১)।

কেছমত (قسمة)— বি. অংশ, হিসসা, ভাগ, বন্টন, মৌজার অংশ। تلك اذا قسمة ضيزى (তিলকা ইজান **কিছমাতুন দীজা**) : এই প্রকার বন্টন তো অসংগত—(৫৩:২২)।

কোরান (قران), **কোরান, কুরআন, আল-কুরআন**— বি.মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ। انزل فيه القران (উনজিলা ফীহিল্ **কুরআন**): ইহাতে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে— (২:১৮৫)।

কোরেশ (قريش), কুরাইশ— বি. মক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ গোত্র। বিশ্বনবী এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। لايلف قريش (লিয়িলাফি **কুরাইশ**) : যেহেতু কুরায়শের আসক্তি আছে—১০৬:১)।

[খ]

খওফ (خوف) —বি. শঙ্কা, ভীতি, ভয় (মোস্কেলে পড়িলে এবে দেলে হৈল খওফ—গরীব)। **امنهم من خوف** (ওয়া আমানাহুম মিন **খওফ**) : ভীতি হইতে উহাদিগকে নিরাপদ করিয়াছেন —(১০৬:৪)।

খতম (ختم) —১বি. সমাপ্তি, সমাপন। ২বি. সমাপ্ত, শেষ। و ختم النبيين (ওয়া **খাতিমুন** নাবিয়্যীন) : এবং শেষ নবী—(৩৩:৪০)।

খফী (خفي), খফি—১বিন. নিঃশব্দ, নীরব। ২বি. গোপন, গুপ্ত। نداء خفيا (নিদাআন **খাফীয়্যা)** : নিভৃতে আহ্বান----(১৯:৩)।

খবর (خبر) —বি. সংবাদ, বার্তা। ساتيكم منها بخبر (ছাআতীকুম মিনহা **বি-খাবার**): সত্ত্বর আমি সেথা হইতে তোমাদের জন্য

কোন খবর আনিব—(২৭:৭)।

খবীছ (**خبيث**), **খবিস, খবীছ, খবিশ**—১বিণ. নোংরা, অপরিস্কার। ২বিণ. খারাপ, নষ্ট। لا يستوي الخبيث و الطيب (লা ইয়াছতাবিল খাবীছ ওয়াত্ তায়্যেব) : মন্দ ও ভাল এক নহে—(৫:১০০)।

খয়র (**خير**) —বি. মঙ্গল, শুভ, কল্যাণ। بيدك الخير (বি ইয়াদিকাল **খায়র**): কল্যাণ তোমার হাতেই—(৩:২৬)।

খলক (**خلق**) —সৃষ্টি, সৃষ্টিজগত। فليغيرن خلق الله (ফালা ইয়ুগায়্যেরুন্না **খালক্ আল্লাহি)** : আর তাহারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করিবেই--- (৪:১১৯)।

খলিফা (**خليفة**), **খলীফা**—১বি. প্রতিনিধি (উপযুক্ত হবে পৃথিবীতে খলীফা পদ লাভ করবার জন্য—ফরিদী)। اني جاعل في الارض خليفة (ইন্নি জাইলুন ফিল আরদি **খালীফা**): আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি ------ (২:৩০)।

খলিল (**خليل**), **খলীল**—বি. বন্ধু, মিত্র। و اتخذ الله ابرهم خليلا (ওয়াত্তাখাজাল্লাহু ইব্রাহীমা **খালীলা**) : এবং আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—(৪:১২৫)।

খান্নাছ (**خناس**), **খান্নাস**— ১বি. শয়তান (খান্নাসের অশুভ মন্ত্র দিয়ে বণী-আদমেরে ফেলে মৃত্যুর ফাঁদে—তালিম। ২বিণ. ধূর্ত, দুষ্ট। ৩বিণ. কুপ্ররোচনাদানকারী। من شر الوسواس الخناس (মিন শাররিল ওয়াছওয়াছিল **খান্নাছ)** : আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হইতে— (১১৪:৪)।

খারাপ (**خراب**), **খারাব**—বিণ. মন্দ, বদ, নষ্ট (মুই তোমাকে খারাব করলাম -------- টেকচাঁদ)। و سعي في خرابها (ওয়াছাআ ফী **খারাবি-হা**): এবং উহাদের বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয়— (২:১১৪)।

খারিজ (خارج) — ১বিণ. বাতিল, অগ্রাহ্য। ২বিণ. পরিত্যক্ত। ৩বিণ. বাহির। ليس بخارج منها (লাইছা বি-**খারিজ্** মিনহা) : সেই স্থান হইতে বাহির হইবার নহে?—(৬:১২২)।

খারিজীন (**خارجين**), **খারেজীন, খারেজিন**—বি. সমাজ বা ধর্ম হতে বহিষ্কৃত ব্যক্তিবৃন্দ (রোয়ে 'ওয্‌যা হোবল' ইবলিস খারেজিন—নজরুল)। و ما هم بخارجين من النار (ওয়া মা হুম বি-খারিজীন মিনহা): আর তাহারা কখনও অগ্নি হইতে বাহির হইতে পারিবে না—

(২:১৬৭)।

খালেছ (خالص), খালিস-বিণ. বিশুদ্ধ, খাঁটি, নির্ভেজাল (খালেস দিলের তওবা আইজো আল্লাহ কবুল করে—মনসুর)। الا لله الدين الخالص (আলা লিল্লাহিদ দীনুল **খালিছ**) : জানিয়া রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য—(৩৯:৩)।

খাছ (خاص)—১বিণ. আসল, খাঁটি, বিশুদ্ধ (যদি আমি খাস হিন্দীতে বাৎ চালাইতে পারিতাম—রবীন্দ্র)। ২বিণ. বিশেষ (বসরার খাস খাস কোন জিনিস কিনিতে পাওয়া যায়- নাহার)। لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة (লা তুছিবান্নাল্লাজিনা জালামু মিন খাছছাহ) : যাহা বিশেষ করিয়া তোমাদের মধ্যে যাহারা যালিম কেবল তাহাদিগকেই ক্লিষ্ট করিবে না—(৮:২৫)।

খেতাব (خطاب), খিতাব—১বি. সম্মানসূচক উপাধি (সামান্য একটা পদক বা খেতাব দিয়ে নয়, দস্তুর মতো মোটা মাশুলে—অচিন্ত্য)। ২বি. বক্তৃতা, ভাষণ, বার্তা। و عزني في الخطاب (ওয়া আজ্জানী ফীল **খিতাব**): এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছে— (৩৮:২৩)।

খেয়ানত (خيانة), খিয়ানত, খেয়ানৎ, খিয়ানৎ—১বি. ক্ষতি, বিশ্বাসঘাতকতা, নাশ (করেনি সে খেয়ানত—ফররুখ)। ২বি. গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ। و ان يريدوا خيانتك (ওয়া ইয়ুঁয়্যরীদু খিয়ানাতাকা): তাহারা তোমার সহিত বিশ্বাস ভংগ করিতে চাহিলে—(৮:৭১)।

খেলাপ (خلاف), খেলাফ, খিলাফ—১বি. নড়চড়, ব্যতিক্রম, ব্যত্যয় (সে-সব ওয়াদা খেলাপ করিবি জানিলেরে পয়মাল—আজহার)। ২বি. বিপরীত, প্রতিকূল (আপনের খেলাফে আমার সাক্ষী দেওয়া লাগবে—মনসুর)। لاقطعن ايديكم و ارجلكم من خلاف (লায়ুকাত্তিআন্না আইদিয়াকুম ওয়া আরজুলাকুম মিন **খিলাপ**): আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই— (৭:১২৪)।

[গ]

গজব (غضب), গযব—১বি. খোদার মার, আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি (গজব পড়লো বলে—অবনীন্দ্র)। ২বি. প্রচন্ড ক্রোধ (গজব করিলা তুমি আজব কথায় ---ভারত)। فعليهم غضب من الله (ফাআলাইহিম **গাজাব্**

মিনাল্লাহি):তাহাদের উপর আপতিত হইবে আল্লাহর গযব ---- (১৬:১০৬)।

গণি (غني), গনী—বিণ. ধনী. ধনবান. অর্থশালী। و الله الغني و انتم الفقراء (ওয়াল্লাহু **গানি** ওয়া আন্‌তুমুল ফুকারা): আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত—(৪৭:৩৮)।

গফফার (غفار), গাফ্‌ফার— বিণ. ক্ষমাশীল. মার্জনাকারী (আয় সাত্তার! আয় গাফ্‌ফার। কর্‌দে বেড়া পার—নজরুল)। انه كان غفارا (ইন্নাহু কানা **গাফ্‌ফারা**):তিনি তো মহা ক্ষমাশীল—(৭১:১০)।

গফুর (غفور)— বিণ. ক্ষমাশীল, দয়ালু (কহে কোকিল ও পাপিয়া, "আল্লাহ গফুর ------ নজরুল)। و الله غفور رحيم (ওয়াল্লাহু **গাফুরুর** রাহীম): আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু—(৫৭:২৮)।

গয়ব (**غيب**), **গয়াবি, গায়েবী**—বিণ. অদৃশ্য (গায়েবী নূরে ঝরছে আরও চেহারার রোশনাই—ইজদানী)। و عنده مفاتيح الغيب (ওয়া ইন্দাহু মাফাতিহুল **গাইব**) অদৃশ্যের কুঞ্জি তাহারই নিকট রহিয়াছে—(৬:৫৯)।

গয়র (غير)— বিণ. ভিন্ন, ব্যতীত। গয়র ইসলামী-ইসলাম বহির্ভূত (গয়র ইসলামী ভাব ধারা—মুস্ত াফিজ)।

و يقتلون النبيين بغير الحق (ওয়া ইয়াক্‌তুলুনান নাবিয়্যীনা **বি-গাইরিল** হাক্কি): তারা নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিত—(২:৬১)।

গালিজ (**غليظ**), **গলীয**— ১বিণ. নোংরা। ২বিণ. দুর্গন্ধময়. পচা (গলিজ আবর্জনায় ত্যক্ত ফিরে পায় মানবতা—ফররুখ)। ৩বিণ. মোটা, পুরু। ৪বিণ. কঠোর, রূঢ। و نجينهم من عذاب غليظ (ওয়া নাজজাইনাহুম মিন আজাবিন **গালিজ**): আমি রক্ষা করিলাম তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি হইতে—(১১:৫৮)।

গাফিল (غافل), গাফেল—বিন. অলস, অন্যমনস্ক (সারা বরষ ছিলি গাফেল এবার আঁখি খোলা—নজরুল)। و ما الله بغافل عما تعلمون (ওয়া মাল্লাহু **বি-গাফিল** আম্মা তায়মালুন): তোমরা যাহা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন—(২:৭৪)।

গায়েব (غائب)— ১বিন. অদৃশ্য, গুপ্ত (যাদুর দরিয়া গেল গায়েব হইয়া—হামজা)। الذين يؤمنون بالغيب (আল্লাজীনা

ইউমিনুনা বিল **গায়ব**) : যাহারা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে (২:৩)।

গালেব (غالب), গালিব—১ বিণ. জয়ী, বিজয়ী। ২বিণ. প্রবল শক্তিশালী (শাহ্ওয়াৎ গালেব হয়—মনসুর)। فلا غالب لكم (ফালা **গালিবা** লাকুম): তোমাদের উপর জয়ী হইবার কেহই থাকিবে না------- (৩:১৬০)।

[ছ]

ছওয়াল (سوال), সওয়াল, সোয়াল—১বি. প্রশ্ন। ২বি. জেরা। ৩বি. প্রার্থনা। لقد ظلمك بسوال نعجتك (লাক্বাদ জালামাকা **বি-ছুয়ালিকা** না'জাতিকা) :তোমার দুম্বাটিকে দাবি করিয়া সে তোমার প্রতি যুলুম করিয়াছে—(৩৮:২৪)।

ছজুদ (سجود) —বি. সিজদা (রাসূলের নামগুলি, মোরাদ হাছেল জানি, আল্লা নামে করিল ছজুদ—হামজা)। في وجوهم من اثر السجود (ফী উজুহিহিম মিন আছারিছ **ছুজুদ**): তাহাদের মুখমন্ডলে সিজদার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকিবে—(৪৮:২৯)।

ছফ (صف) —বি. কাতার, সারি و عرضوا على ربك صفا (ওয়া উরিদু আলা রাব্বিকা **ছাফফা**): উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইবে সারিবদ্ধভাবে— (১৮:৪৮)।

ছবব (سبب)— ১বি. কারণ (যে কাজে আইনু শুন তাহার ছবব—হামজা)। ২বি. উপকরণ। اتينه من كل شيئ سببا (ওয়া আতাইনাহু মিন কুল্লি শাইয়িন সাবাবা): এবং আমি তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করিয়াছিলাম—(১৮:৮৪)।

ছানি—দ্র. সানি।

ছাফা-মারওয়া (صفا مروي)— মক্কাশরীফের কা'বার কাছে দুটি ছোট টিলা (ছাফা-মারওয়া পর্বত দুয়ের মধ্যে প্রধান—আকরাম)। ان الصفا و المروة من شعائر الله (ইন্নাছ্ **ছাফা ওয়াল মারওয়াতা** মিন শাআইরিল্লাহি): নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শণসমূহের অন্তর্ভূক্ত ---- (২:১৫৮)।

ছায়েল (سائل), সায়েল, সায়িল— বিণ. প্রার্থী. ভিক্ষুক. ফকীর। و اما السائل فلا تنهر (ওয়া আম্মাছ্ **ছায়েল্** ফালা তান্হার) প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করিও না—(৯৩:১০)।

ছামুম (سموم) —বি. লু হাওয়া,

প্রাণঘাতী বায়ু (সময় সময় স্থান বিশেষে ছামুম নামক প্রাণ ঘাতক বায়ু প্রবাহিত হয়— আহসান)। و قنا عذاب السموم (ওয়াকিনা আজাবাছ্ **ছামুম**): এবং আমাদিগকে অগ্নিশাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন— (৫২:২৭)।

ছালওয়া (سلوي) —১বি. তিতির পাখির মতো শিকারের পাখি। ২বি. মধু (আমাদের কাছে ওটা ছিল মান্না আর ছাল্ওয়া— ছদর)। و انزلنا عليكم المن و السلوي (ওয়া আনজালনা আলাইকুমুল মান্না ওয়াছ **ছাল্ওয়া**): তোমাদের নিকট মান্না ও ছালওয়া প্রেরণ করিলাম —(২:৫৭)।

ছুরত—দ্র. সুরত।

ছেহের (سحر) —বি. যাদু, মন্ত্রশক্তি (তুমি নাকি জানো ... ছেহের মেহের টোনা হেনমত তামাম— হামজা)। يعلمون الناس السحر (য়ুআল্লিমুনান্নাছাছ্ **ছিহ্‌রা**): তাহারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত—(২:১০২)।

ছদকা (صدقة), **সদকা, সাদকা**— বি. খয়রাত, সাহায্য দান, দান (তোর আমানতের হিস্‌সা সাদকা দে খোদার রাহে ----- নজরুল)। ففدية من صيام او صدقة او نسك (ফা ফিদইয়াতুম মিন ছিয়ামিন আউ **ছাদাকাহ্** আউ নুছুকিন): তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানীর দ্বারা উহার ফিদয়া দিবে— (২:১৯৬)।

ছফর (سفر), সফর— ১বি. ভ্রমণ, দেশ পর্যটন (এল আজ সফর করে সফর চাঁদে চাঁদ মুসাফের—নজরুল)। و ان كنتم علي سفر (ওয়া ইন্ কুন্‌তুম আলা **ছাফার**) : যদি তোমরা ছফরে থাক—(২:২৮৩)।

ছাকিন (ساكن), সাকিম, সাং— বি. বাসস্থান, ঠিকানা। (ঢুঁড়ে ফেরে হেথা যুবা সেলিম/নূরজাহানের দূর সাকিম— নজরুল)। ولو شاء لجعلناه ساكنا (ওয়া লাও শাআ লাজাআ'লাহু **ছাকিনা**): তিনি ইচ্ছা করিলে ইহাকে তো স্থির রাখিতে পারিতেন— (২৫:৪৫)।

ছাদিক (صادق)— বিন. সত্যবাদী, বিশ্বস্ত (এসেছে সাদিক আমীন মোহাম্মদ আরবস্তানে —নজরুল)। انه كان صادق الوعد (ইন্নাহু কানা **ছাদিক্** আল্ ওয়াদি): সে ছিল তো প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী—(১৯:৫৪)।

ছানি (ثاني), সানী— বিণ. দ্বিতীয়, দ্বিতীয় বার। ثاني اثنين (**ছানি**

ইয়াছনাঈন): দুইজনের দ্বিতীয় জন ------ (৯:৪০)।

ছাবুদ (ثبوت), সাবুৎ— ১বি. প্রমাণ, স্থির। ২বিণ. প্রমাণীকৃত।৩বিণ. দৃঢ় স্থির। فتزل قدم بعد ثبوتها (ফাতাজিল্লা কাদামুম্ বা'দ **ছুবুতিহা**): পা স্থির হওয়ার পর পিছলাইয়া যাইবে— (১৬:৯৪)

ছাবেঈন (صابئين)— বিণ. নক্ষত্র পূজক ('সাবে ঈন্' তাবে ঈন্ হয়ে চিল্লায় জোর্ "ওই ওই নাবে দীন।"—নজরুল)। و النصري و الصابئين (ওয়ান্ নাছারা ওয়াছ **ছাবিঈন**) : খৃষ্টান ও সাবিঈন—(২:৬২)।

ছাবেক —(سابق) বিণ. পূর্ববর্তী, আগেকার। ومنهم سابق بالخيرات (ওয়ামিনহুম **ছাবিক্** বিল খাইরাত): কেহ কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী—(৩৫:৩২)

ছাবেত,(ثابت) সাবিত —১বি. প্রমাণ। ২বিণ. প্রমাণকৃত, সত্য, ন্যায়। ৩বিণ. মজবুত। اصلها ثابت (আছলুহা **ছাবিত**): যাহার মূল সুদৃঢ় ------ (১৪:২৪)।

ছাবের (صابر),সাবের - বিণ. ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু। **انا وجدناه صابرا** (ইন্না ওয়াজাদ্নাহু **ছাবেরা**): আমি তো তাহাকে পাইলাম ধৈর্যশীল—(৩৮:৪৪)।

ছালাত (صلوة), সালাত-- বি. নামাজ, ইসলামী ইবাদত বা উপাসনা। ويقيمون الصلوة (ওয়া য়ুকিমুনাছ **ছালাত**): সালাত কায়েম করে —(২:৩)।

ছালাম (سلام), সালাম-----১বি. শান্তি , নিরাপত্তা। ২বি. শান্তিকামনা। ৩বি. শান্তিদাতা। سلام على ابرهم (**ছালাম্** আলা ইব্রাহীম): ইব্রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক—(৩৭:১০৯)।

ছালেহীন (صالحين), সালেহিন—বি. সাধুগণ। و الئك من الصالحين (ওয়া উলাইকা মিনাছ **ছালিহীন**): তাহারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত—(৩:১১৪)।

ছাহেব (صاحب), **সায়েব**— ১বি. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মহাজন, ২বি. কর্তা প্রভু। ৩বি. সাথী, সহচর। ما ضل صاحبكم (মা জাল্লা **ছাহিবুকুম**) : তোমাদের সংগী বিভ্রান্ত নয়—(৫৩:২)।

ছিদরাতুল-মুনতাহা (سدرة المنتهي)— ১বি. বিশেষ কুলবৃক্ষ। ২বি. মিরাজের রাতে বিশ্বনবীর জিব্রাঈলের সাথে যাত্রার শেষ সীমা, عند سدرة المنتهي (ইনদা **সিদরাতিল** মুনতাহা): প্রান্তবর্তী বদরীবৃক্ষের নিকটে—(৫৩:১৪)।

ছিদ্দিকিন (صديقين), সিদ্দিকীন—বি. বিশ্বস্তগণ। و الصدقين و الشهداء و الصالحين (ওয়াছ্-

ছিদ্দীকীনা ওয়াশশুহাদায় ওয়াছছালিহীন): সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্ম পরায়ণ—(৪:৬৯)।

ছিরাজ (سراج) **সিরাজ**— ১ প্রদীপ, আলো। و جعل الشمس سراجا (ওয়া জায়ালাশ শামছা **ছিরাজা**) সুর্যকে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপরূপে—(৭১:১৬)।

ছিরাতুল মুস্তাকিম (صراط المستقيم)— বি. সরল ও সহজ পথ। اهدنا الصراط المستقيم (ইহদিনাছ্ **ছিরাতাল মুস্তাকীম**): আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর-- (১:৫)।

ছুন্নত (سنة), **সুন্নৎ**— ১বি. রীতি, নিয়ম, পন্থা, ২বি. হযরতের ধর্মকর্ম পদ্ধতি: ৩বি. বিধান। سنة الله التي قد خلت من قبل (**ছুন্নাত-আল্লাহিললাতি** কদ খালাত মিন কাব্ল): ইহাই আল্লাহর বিধান-প্রাচীন হইতে চলিয়া আসিয়াছে—(৪৮:২৩)।

ছুবহ (صبح), **সুবে**— বি. প্রাতকাল প্রত্যুষ। و الصبح اذا اسفر (ওয়াছ **ছুবহু** ইজা আছফার): শপথ প্রভাত কালের, যখন উহা হয়

আলোকোজ্জল—(৭৪:৩৪)।

ছুরত (صورة). **সুরৎ, সুরত, ছুরত**— বি. চেহেরা, আকৃতি, রূপ, ধরণ। في اي صورة ما شاء (ফী আয়্যি **ছুরাতিম্** মা শাআ): যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন —(৮২:৮)।

ছুরাত —দ্র. সুরত।

ছুলতান (سلطان) **ছোলতান**— ১বি. বাদশাহ রাজা, সম্রাট। ২বি. ক্ষমতা, কর্তৃত্ব। ان عبادي ليس لك عليهم سلطان (ইন্না ইবাদি লাইছা লাকা আলাইহিম **ছুলতান**): নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই—(১৭:৬৫)।

ছোয়াব (ثواب) **সওয়াব, সাওয়াব**— বি. পুন্য। ২বি. ফায়দা।৩ বি. পুরস্কার فعند الله ثواب الدنيا و الاخرة (ফাইন্দাল্লাহি **ছাওয়াব্ - আদ্দুন**ইয়া ওয়াল আখিরাহ): আর আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কার রহিয়াছে—(৪:১৩৪)।

ছোলে (صلح), **ছোলে**— বি. আপোষ-নিষ্পত্তি। الصلح خير (আছ **ছুলহু** খাইয়র) আপোষ-নিষ্পত্তিই শ্রেয়—(৪:১২৮)।

[জ]

জইফ (ضعيف), জঈফ, জয়ীফ— ১বিণ. দূর্বল, বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ (ফকির এবং জঈফ যারা, তাদের সে আশ্রয়—মোস্তফা)। خلق الانسان ضعيفا (খুলিকাল ইনছানু **জায়িফা**): মানুষ সৃষ্টি করা হইয়াছে

দূর্বলরূপে—(৪:২৮)।

জওজ (زوج), যওজ—বি. স্বামী/স্ত্রী (নাম, বাপের নাম, মেয়ে হলে জওজের নাম—অদিন্ত)। يادم اسكن انت و زوجك الجنة (ওয়াইয়া আদামুছকুন আন্তা ওয়া **জাওজুকাল**·জান্নাতা): হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর - (২:৩৫)।

জওয়াব—দ্র. জবাব।

জকাত—দ্র. জাকাত।

জবাব (جواب), জওয়াব— ১বি. উত্তর। ২বি. কৈফিয়ত (এই কাজের জন্য তোমাকে জবাব দিতে হবে)। فما كان جواب قومه (ফামা কানা **জওয়াবু** কাওমিহ):তাঁর সম্প্রদায়ের কোন জবাব ছিল না- (২৯:২৪)।

জবুর (زبور)— বি. আসমানী কিতাব যা দাউদ (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। و اتينا داود زبورا (ওয়া আতাইনা দাউদা **জাবুরা**): এবং দাউদ কে যাবুর দিয়াছিলাম—(৪:১৬৩)।

জব্বার (جبار) — ১ বি, আল্লাহর গুনবাচক নাম। ২ বি. শক্তিধর। و لم يكن جبارا عصيا (ওয়া লাম ইয়াকুন **জাব্বারান** আছিয়্যা): সে ছিল না উদ্দত ও অবাধ্য —(১৯:১৪)।

জমা (جمع)—১ক্রি. সঞ্চিত বা পুঞ্জিত হওয়া (টাকা জমা, মেঘ জমা)। ২ক্রি. একত্রিত করা বা সমবেত হওয়া। ৩বি. দল, সমষ্টি। سيهزم الجمع (ছায়ুহ জামুল **জামউ**): এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হইবে—(৫৪:৪৫)।

জয়তুন (زيتون)—বি. জলপাই,(কোন জয়তুনী স্মৃতিকণা বহি জাগো অশ্রান্ত রজনী দিন—ফররুখ)। و التين و الزيتون (ওয়াত্‌তীনি ওয়াজ্‌ **জয়তুন**): শপথ তীন, ও যায়তুন এর—(৯৫:১)।

জাকাত (زكوة), জকাত, যাকাত— বি. ইসলাম ধর্মমতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চিত সম্পদের অবশ্যদেয় চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অংশ (মালের জাকাত দিতে না হইল বিমন—সুলতান)। اتوا الزكوة (ওয়া আতুজ **জাকাত**): তোমরা যাকাত দাও—(২:৪৩)।

[ত]

তফছিল (تفصيل), তফসীল, তফশিল, তফশীল— বি. বিবরণ, তালিকা (সুবার উসুল তহসিল সুমার তফশিল ওয়াকিফ হএন-- রামরাম)। و احسن تفصيلا لكل شيئ (ওয়া আহসানু **তাফছীল** লিকুল্লি শাইয়িন) যাহা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ-- (৬:১৫৪)।

তফছির (تفسير), তাফছির,

তফছীর— বি. ব্যাখ্যা (তাঁহার জীবনী কোরআন শরিফের একটি বৃহৎ তফছির স্বরুপ —আহসানুল্লাহ্)। و احسـن تفسـيرا (ওয়া আহসানু **তাফছীর**): সুন্দর ব্যাখ্যা --- (২৫:৩৩)।

তছলিম (تسليم), তসলীম— ১বি. মুসলমানি প্রথার অভিবাদন, সালাম (মরণের তব স্মরণ তীর্থে মরমের তসলীম—শাহাদাত)। و سلموا تسليما (ওয়া সাল্লিমু **তাসলীম**) : তাহাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও— (৩৩:৫৬)।

তফাত (تفاوت), তফাৎ— ১বি. দূরত্ব, দূরবর্তী স্থান (প্রায় বিশজন লোক দশ হাত তফাত থেকে সাঁ সাঁ করে চলে গেল—মশাররফ)। ২বি. পার্থক্য, প্রভেদ, ব্যবধান, অন্তর (মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ—সত্যেন্দ্র)। ما ترا في خلق الرحمن من تفوت (মা তারা ফী খালকির রহমানি মিন **তাফাউত**): দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত ব্যবধান দেখিতে পাইবে না ---- (৬৭:৩)।

তবক (طبق)— ১বি. সোনা বা রূপার সূক্ষ্মপাত (সুগন্ধি পান তৈয়ার করিয়া সোনার তবকে মোড়াইয়া—শিরাজী)। ২বি. ধাপ, স্তর। لتركبن طبقا عن طبق (লা তারকাবুন্না **তবাকান** আন তাবাক): নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহন করিবে— (৮৪:১৯)।

তয়ফা (طائفة)— ১ বি. নাচওয়ালীর দল, নর্তকীদল। ২বিন. নর্তকীসুলভ (তারে ঘিরে অপ্সরীরা তয়ফা নেচে যায়- সত্যেন্দ্র)। ২বি. দল ودت الطائفة من اهل الكتاب (ওয়াদ্‌দাত **তায়িফা** মিন আহলিল কিতাবি): কিতাবীদের একদল চাহে— (৩:৬৯)।

তাকওয়া (تقوي)— বি. ধর্মনিষ্ঠা, পরহেজগারী, কর্তব্যনিষ্ঠা। او امر بالتقوي (আও আমারা **বিত-তাকওয়া**): অথবা আক্‌ওয়ার নির্দেশ দেয়— (৯৬:১২)।

তাকত (طاقة), তাকৎ, তাকদ, তাগত— বি. শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য, বল (উঠিয়া পথ্য করিবার তাকত নাই—বিদ্যা)। لا طاقة لنا اليوم (লা **তাকাতা** লানাল ইয়াউম): যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নাই— (২:২৪৯)।

তালিব (طالب)— বি. বিণ. শিক্ষার্থী, প্রার্থী, অনুসন্ধানকারী, প্রশ্নকারী ছাত্র (নবীর খাদেম আমি দীনের তালিব-- হামজা)। ضعف الطالب و المطلوب (জাউফাত্

তালিব্ ওয়াল মাতলুব): অন্বেষক ও অন্বেষিত কতই দুর্বল— (২২:৭৩)।

তালাক (طلاق), তল্লাক, তাল্লাক, তলাক— বি. মুসলমানদের বিবাহ-বিচ্ছেদ (ছাড়িনু ছাড়িনু বুলি কহে তিনবার, তল্লাক করিয়া ছাড়ে সভার মাঝার -- হেয়াত)। الطلاق مرتان (**আত্ তালাক্** মার্‌রাতান): এই তালাক দুইবার—(২:২২৯)।

তামান্না (تمني)— বি. আশা, অভিলাষ, বাসনা, আকাঙ্খা, কামনা (শোন তামান্না আমার—তালিম)। اذا تمني القي الشيطان في امنيته (ইজা **তামান্না** আলকাশ শায়তানু ফী উমনিয়্যাতিহ): কেহ্ যখনই কিছু আকাঙ্খা করিয়াছে তখনই শয়তান কিছু প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে (২২:৫২)।

তামাম (تمام), তমাম— ১বিণ. সমগ্র, সমস্ত, সমুদয় (ময়দানে হইল খাড়া তামাম ফউজ—হামজা)। ২বিণ. সম্পূর্ণ, শেষ। اتينا موسي الكتاب تماما (আতাইনা মূসাল কিতাব **তামামা**): আমি মূসাকে দিয়াছিলাম সর্ম্পূণ কিতাব ----- (৬:১৫৪)।

তিলাওত (تلاوة), তেলায়ত— বি. পাঠ, আবৃত্তি, সম্ভ্রম সহকারে পাঠ, কোরআন মজীদ পাঠ (পবিত্র কোরান তেলাওতের পর—ওয়াসেক)। يتلونه حق تلاوته (ইয়াত্‌লুনাহু হাক্কা **তিলাওয়া-তিহ**): তাহারা যথাযথ ভাবে ইহা তিলাওয়াত করে— (২:১২১)।

তুফান (طوفان)— ১বি. ঝড়জনিত প্রবল ঢেউ, বন্যা। ২বি. তুমুল ঝগড়া ৩বি. ঘূর্ণিবাত্যা, প্রবল ঝড় (বিশ্বডুবান আসল তুফান উছ্‌লে উজান—নজরুল)। (চায়ের কাপে তুফান উঠেছে)। فارسل عليهم الطوفان (ফাআরছালনা আলাইহিমুত **তুফান**): অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্লাবন দ্বারা ক্লিষ্ট করি— (৭:১৩৩)।

তুবা (طوبي)— ১বি. বেহেশতের বৃক্ষ বিশেষ (রেজওান গেল্‌মান দরক্ত তুবার-আলাওল)। ২বি. পরম আনন্দ। طوبي لهم (**তুবা** লাহুম): তাহাদেরই জন্য পরম আনন্দ- ১৩:২৯)।

তৈয়ব (طيب)— ১বি. "আল্লাহ্‌ছাড়া কেহ উপাস্য নাই এবং মুহম্মদ আল্লাহর রসূল"-এই মতবাদ। ২বিণ. ভালো, পবিত্র (কলেমা তৈয়ব লেখা পৃষ্ঠের উপর ------ হেয়াত)। و لا تتبدلوا الخبيث بالطيب (ওয়ালা তাতাবাদ্দালুল খাবীছা **বিত্ তায়্যিব**): ভালর

সহিত মন্দ বদল করিবে না—(৪:২)।

তৌফিক (توفيق)— বি. ক্ষমতা, শক্তি সামর্থ্য (তৌফিক দাও খোদা ইসলামে মুসলিম জাহাঁ পুনঃ হোক আবাদ—নজরুল)। و ما توفيقي الا بالله (ওয়া মা **তাউফিকী** ইল্লা বিল্লাহি): আমার কার্য সাধন তো আল্লাহরই সাহায্যে—(১১:৮৮)।

[দ]

দম (دم)— ১বি. নিঃশ্বাস প্রশ্বাস (দম বন্ধ হওয়া)। ২বি. প্রাণ, জীবন, প্রাণবায়ু, জীবনীশক্তি (দম বের হওয়া)।৩বি. রক্ত। انما حرم عليكم الميتة و الدم (ইন্নামা হাররামা আলাইকুমুল মাইতাতা ওয়াদ্ **দাম্**): নিশ্চয় আল্লাহ মৃত জন্তু, রক্ত হারাম করিয়াছেন—(২:১৭৩)।

দলিল (دليل), দলীল— ১বি. লিখিত প্রমাণপত্র, প্রমাণ স্বরূপ কাগজপত্র, ফড়্পঁসবহঃ. ২বি. স্বত্বাস্বত্ব নির্দেশক পত্র, প্রমাণপত্র। ثم جعلنا الشمس عليه دليلا (ছুম্মা জাআলনাশ্ শামছা আলাইহি **দালীলা**): অনন্তর আমি সূর্যকে করিয়াছি ইহার নির্দেশক— (২৫:৪৫)।

দাওয়াত (دعوة), দাওত— বি. নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ (দাওত এসেছে নয়া জামানার ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান-- নজরুল)। اجيب دعوة الداعي (উজিবু **দাওয়াত আদ্** দায়ী): আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই ------- (২:১৮৬)।

দাওয়া (دعوي)— বি. পাওনা, অধিকার, স্বত্ব। ২বি. দাবি (কৃষ্ণদাসকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবেক, এই দাওয়া করিয়া কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন—বিদ্যা)। فما كان دعواهم (ফা মা কানা **দাওয়া-হুম**): তাহাদের কোন দাবী ছিল না—(৭:৫)।

দাখিল (داخل)— ১বি. উপস্থাপন, পেশ (যথাস্থানে অর্পণ কর ও শওগাত দাখিল করণেতে তুষ্ট —রামরাম)। ২বিণ. উপস্থাপিত, অর্পিত। ৩ বিণ. প্রবেশ, উপনীত (পত্রখানি গোয়ালিনী গাইটে বান্ধিয়া/ কন্যার মন্দিরে পরে দাখিল হইল গিয়া—মৈ. গী. (কমলা)। فانا داخلون (ফাইন্না **দাখিলুন**): আমরা প্রবেশকারী—(৫:২২)।

দায়মুল (دائم)— ১বি. যাবজ্জীবন কারাবাস বা দ্বীপান্তর বাসরূপ দণ্ড (ধারা একটু বদলাইয়া দিলে তার দায়মূলও হইতে পারে—মনসুর)। ২বি. চিরস্থায়ী। **اكلها دائم** (উকুলুহা **দায়েম**): উহার ফলসমূহ চিরস্থায়ী —(১৩:৩৫)।

দিনার (دينار), দীনার— বি. আরব দেশে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ (আশিটি দিনার ছিল কামিজের তলে—আজহার)। ان تامنه بدينار (ইন তামানহু **বি - দীনার**): যদিও তুমি তাহার নিকট একটি দীনারও আমানত রাখ— (৩:৭৫)।

দিন (دين), দীন, দ্বীন— বি. ধর্ম (আপোনা দিনের বোল এক না বুঝিল—সুলতান; শারাব দাও, যদি মোর খারাব করিলে দীন—নজরুল)। ان الدين عند الله الاسلام (ইন্নাদ **দীন্** ইনদাল্লাহিল ইসলাম): নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন—(৩:১৮)।

দুনিয়া (دنيا)— বি. পৃথিবী, জগৎ (দুনিয়ার লোক রুধিল দুয়ার পাইল তোমার সাড়া—সত্যেন্দ্র; দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির—নজরুল)। ربنا اتنا في الدنيا حسنة (রাব্বানা আতিনা ফীদ্ **দুনইয়া** হাসানাহ) : হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও—(২:২০১)।

দোয়া (دعاء), দোআ— বি. আশীর্বাদ, মঙ্গল কামনা (দোয়া করে কলেমা পড়িয়া ----- কঙ্কণ)। انك سميع الدعاء (ইন্নাকা ছামীউদ্ **দুয়া**): নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী—(৩:৩৮)।

[ন]

নছরা (نصري), নাসারা, নসরানী— বি. খৃস্টান। (হিসপানী আলমানী চোপদার নসরানী নানাজাতি আর পর্তুগীস—আলাওল)। و قالت اليهود ليست النصري علي شيئ (ওয়া কালাতিল ইয়াহুদু লাইছাতিন **নাছারা** আলা শাইয়িন): ইয়াহুদীরা বলে খৃস্টানদের কোন ভিত্তি নাই- (২:১১৩)।

নহর (نهر)— বি. স্রোতস্বিনী, জলধারা, ছোটনদী, খাল, নালা, পধহধষ (বহেনা শিরাজ বাগের নহর, বুলবুল গেছে উড়ে—নজরুল)। ان الله يبتليكم بنهر (ইন্নাল্লাহা ইয়াবতালীকুম **বি - নাহার**): নিশ্চয়ই আল্লাহ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করিবেন—(২:২৪৯)।

নকিব (نقيب), নকীব— ১বি. যে যশ ঘোষণা করে (নজরুল হলেন নবযুগের নকীব—ছদর)। ২বি. ঘোষক (নকীব উষ্ট্রপৃষ্ঠে বসিয়া ভেরীরবে ভূপতিগণের শুভাগমন বার্তা আর ঘোষণা করিতেছে না-মশাররফ)। ৩বি. প্রভুর বা আগন্তুকের পরিচয়দাতা (নকীব সেলামগাহে সেলাম জানায়—

ভারত)। ৪বি. সংবাদবাহক, নেতা। و ابعثنا منهم اثني عشر نقيبا (ওয়াব্‌আছনা মিনহুম ইছনা আশারা **নাকীবা**): আমি তাহাদের মধ্য হইতে বারজন নেতা নিযুক্ত করিয়াছিলাম— (৫:১২)।

নজর (نظر), নযর— ১বি. দৃষ্টি (বিষাদ-ক্ষীন এ অন্তরে মোর থাকে যেন তোমার নজর—নজরুল)। ২বি. লক্ষ্য। ينظرون اليك نظر المغشي عليه (ইয়ানজুরুনা ইলাইকা **নাজার্ আল** - মাগশিয়য়ি আলাইহি): তাহারা বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাইতেছে— (৪৭:২০)।

নাজাত (نجوة), নজাত— বি. মুক্তি, রেহাই, অব্যাহতি (আমার নাজাত হবে দেখিলে জামাল, ইয়াদ করিব আমি জীব যতকাল—হামজা; নাজাত-পথের আজাদ মানব নেই কি রে কেউ বাঁচা—নজরুল)। ادعوكم الي النجواة (আদউকুম ইলান্ **নাজাত**): আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি মুক্তির দিকে—(৪০:৪১)।

নিয়ামত (نعمة), নেয়ামৎ, নি'মত— ১বি. তোহ্‌ফা, ধন, সম্পদ (এই দুনিয়ার নিয়ামত হতে নিজেরে করিল বঞ্চনা—নজরুল)। ২বি. সৌভাগ্য। ৩বি. অনুগ্রহ। و اذكروا نعمة الله (ওয়াজকুরু **নিয়ামাত্ আল্লাহি**) তোমরা আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর—(২:২৩১)।

[ফ]

ফকরা (فقراء), ফোকরা— বি. ভিখারী, ফকীর ফকরা। (আসিতে ভারতে সানকি লইয়া/আসিল ফকির-ফোকরা —নজরুল)। و الله الغني و انتم الفقراء (ওয়াল্লাহুল গানিয়্যু ওয়াআনতুমুল **ফুকারা**): আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্থ—(৪৭:৩৮)।

ফকির (فقير), ফকার— ১বি. সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বা সাধুপুরুষ (একজন বিশিষ্ট ফকিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন —মু. শ.)। ২বি. ভিক্ষুক, ভিক্ষাজীবী। ৩বি. নিঃস্ব, দরিদ্র, সর্বহারা (সকালবেলা আমীর রে ভাই, ফকীর সন্ধ্যাবেলা—নজরুল)। و اطعموا البائس الفقير (ওয়া আতয়িমুল বায়িছাল **ফাকীর**): তোমরা দুঃস্থ, অভাবগ্রস্থকে আহার করাও ------ (২২:২৮)।

ফজর (فجر)— ১বি. উষাকাল, প্রাতঃকাল, প্রত্যুষ (ফজর সময়ে উঠি—কঙ্কণ)। ২বি. সুবেহ্ সাদেক অর্থাৎ সূর্যোদয়ের এক

ঘন্টা বিশ মিনিট পূর্বে পূর্বাকাশে আলোর রেখা প্রকাশ পাওয়ার সময় থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়, সূর্যোদয়ের প্রাক্কাল। ৩বি. সকালের নামাজ। ان قران الفجر كان مشهودا (ইন্না কুরআনাল্ **ফাজরি** কানা মাশহুদা): নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময় (১৭:৭৮)।

ফতহুম্ মুবিন (فتح مبين)— বি. স্পষ্ট বিজয় (প্রতিশ্রুত সে জয়ের দিন, মহাগৌরবে এল ফত্‌হুম মুবিন—ফররুখ)। انا فتحنا لك فتحا مبينا (ইন্না ফাতাহনা লাকা **ফাতহাম মুবীনা)**: নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়—(৪৮:১)।

ফতে (فتح)— বি. জয় (একা মর্দ যায় ময়দান করতে ফতে-- অবনীন্দ্র)। اذا جاء نصر الله و الفتح (ইজা জাআ নাছরুল্লাহি ওয়াল্ **ফাত্‌হ্**): যখন আসিব আল্লাহর সাহায্যে ও বিজয় (১১০:১)

ফরিক (فريق), ফরিকার, ফরিকাল, ফরিকাল— বি. সৈন্যদল, বাহিনী, সেনাসমূহ (রায় বাঁশ তরকী ফরিকাল -- কঙ্কণ; ধানুকী বন্দুকী ঢালী রায়বেঁশে ফরিকালী—ঘন)। قد كان فريق منهم (কাদ কানা **ফারীক্** মিনহুম): যখন তাহাদের একটি দল—(২:৭৫)।

ফড়া (فرع)— ১বি. হস্তপদ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ২বি. পদ, পা (অঙ্গ ছিঁড়িল, তুঙ্গ পড়িল। হাতেতে রহিল ফড়া—কঙ্কণ)। ৩বি. শাখা و فرعها في السماء (ওয়া ফারউ-হা ফীছ্ ছামায়ি): উহার শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত—(১৪:২৪)।

ফারাক (فراق), ফরক, ফারাগ— ১বি. পার্থক্য, প্রভেদ (আমি দিশি বিদেশীতে কোন ফারাক দেখতে পাইনে—মুজতবা)। ২বি. ব্যবধান, তফাৎ (উভয়ের আসমান জমীন ফরক—বিদ্যা)। ৩বিণ. আলাদা, স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন, পৃথক। ৪বিণ. দূর। هذا فراق بيني و بينك (হাজা **ফিরাক** বাইনি ওয়া বাইনাকা): এই খানেই আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হইল—(১৮:৭৮)।

ফিরদউছ (فردوس), ফিরদৌস— বি. বেহেশ্‌ত্ (ফিরদউসে ছিল বাসা—মু. শ.)। ফিরদৌস-আলা—বি. প্রধান ও সর্বোচ্চ বেহেশ্‌ত (ফেরদৌস্-আলা হ'তে লাল ফুলের সুরভি আসে —নজরুল)। كانت لهم جنت الفردوس نزلا (কানাত লাহুম

জান্নাতুল **ফিরদাউছ্** নুজুলা): তাহাদের আপ্যায়নের জন্য আছে ফেরদাউসের উদ্যান— (১৮:১০৭)।

ফুরকান (فرقان), ফোরকান— বি. মুসলিমদের মূল ধর্মগ্রন্থ, কুরআনের অপর নাম, সত্য ও মিথ্যার ফরক বা প্রভেদ নির্দেশগ্রন্থ। و انـزل الفـرقان (ওয়া আনজালাল **ফুরকান**): আর তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন ------ (৩:৪)।

ফেছ্‌ক্ (فسق)— বি. পাপ, অন্যায় (কোন প্রকার ফেছক কাজে লিপ্ত হইবে না—আকরম)। انـه لفسـق (ইন্নাহু **লা ফিছক**): উহা অবশ্যই পাপ ----- (৬:১২১)।

ফেৎনা (فتـنـة), ফেতনা— ১বি. অনিষ্ট, ক্ষতি। ২বি. গন্ডগোল, হাংগামা (ফেৎনা-ফ্যাসাদের উস্কানী দেয় —ওয়াসেক)। حتـي لا تكـون فتـنـة (হাত্তা লা তাকুনা **ফিতনাহ**) : ফিতনা দূবীভূত না হওয়া যাবত ---- (২:১৯৩)

ফেৎরা (فطـرة), ফেতরা, ফিৎরা, ফিত্‌রা— ১বি. রমজান মাসের শেষে রোযাভঙ্গের দিন দরিদ্রদিগকে মুসলিমদের দেওয়া গম, চাউল বা টাকা পয়সা (পূণ্য চাঁদে ফিত্‌রার পূণ্য আয়োজন —শাহাদাত)। ২বি. স্বভাব, প্রকৃতি। فطـرة الله (**ফিৎরা-আল্লাহি**):আল্লাহর প্রকৃতি— (৩০:৩০)।

ফেরকা (فرقة), ফিরকা— বি. দল, ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত উপসম্প্রদায়। فلو لا نفر من كل فرقة (ফালাওলা নাফারুম মিন কুল্লি **ফিরকা**): প্রত্যেক দল থেকে কেন বর্হিগত হয় না—(৯:১২২)।

ফেরার (فـرار)— বিণ. পলাতক, নিখোঁজ, লুক্কায়িত (আসামী ফেরার হইলে শেষে আমি মারা যাইব—মশাররফ)। لن ينفعكم الفـرار (লান ইয়ান্‌ফাআকুম আল্-ফিরার) : পলায়নে তোমাদের কোন লাভ হইবে না ----- (৩৩:১৬)।

[ব]

বয়দা (بيضـة), বয়জা, বএদা, বদা, বজা— বি. ডিম (সারসের বয়জা এয়ছা অতি কোথা পাবে—হামজা; মুরগী করিয়া কোলে, মাকুড়ি কান্দিয়া বলে, আজি কালি বএদা পাড়িত —বিজয়)। كـأنهن بـيض مكـنون (কাআন্নাহুন্না **বায়জুন** মাকনুন): তাহারা যেন সুরক্ষিত ডিম্বো— (৩৭:৪৯)।

বয়ান (بيـان)— ১বি. বর্ণনা, বিবরণ (তারপরে শুনলাম তার

অপরাধের বয়ান—শওকত)। هذا بيان للناس (হাজা বায়ান্ লিন্নাছি): ইহা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা—(৩:১৩৮)।

বরকত (بركة), বরকৎ— ১বি. কল্যাণকর শক্তি (ইহা কোরবানীর গোশ্‌ত.... বরকতই আলাদা—ইমদাদ; মুরুব্বীদের দোয়ার বরকতে-আহসান)। ২বি. প্রতুলতা, প্রাচুর্য। ৩বি. সৌভাগ্য। لفتحنا عليهم بركة (লাফাতাহনা আলাইহিম বারাকাত): আমি তাহাদের জন্য উন্মুক্ত করিতাম ----(৭:৯৬)।

বাতিন (باطن)— ১বি. গূঢ়, গুপ্ত। বাতিনী— বিণ. গোপনীয়, ভিতরের (তোমরা সে সমস্ত বাতেনী কথা বরদাস্ত করিতে পারিবে না—আলাউদ্দীন)। و الظاهر و الباطن (ওয়াজ্জাহিরু ওয়াল **বাতিন**): তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত—(৫৭:৩)।

বাতিল (باطل)— ১বিণ. অগ্রাহ্য, পরিত্যক্ত (দলিল তাদের বাতিল—সত্যেন্দ্র)। ২বিণ. অন্যায়, অসত্য। جاء الحق و زهق الباطل (জাআল হাক্কু ওয়া জাহাকাল **বাতিল**): সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে ---- (১৭:৮১)।

বাব (باب)— ১বি. দফা, বিভাগ (বাবে বাবে এত টাকা নিলে প্রজার আর কি থাকে?)। ২বি. গ্রন্থের পরিচ্ছেদ, অধ্যায়। ৩বি. প্রসঙ্গ, বিষয় (নানা প্রকার বাবের কথা উপস্থিত হইতে লাগিল-আলাল)। ৪বি দরজা। لو فتحنا عليهم بابا (লাও ফাতাহনা আলাইহিম **বাব**): যদি উহাদের জন্য দুয়ার খুলিয়া দেই— (১৫:১৪)।

বিছমিল্লা (بسم الله), বিস্‌মিল্লাহ্— ১বি. সূচনা, শুরু, আরম্ভ। ২বি. আল্লার নামে, আল্লার নাম স্মরণ করে কার্যারম্ভ (মুসলমানের কর্মশাস্ত্র বিসমিল্লাহ- এয়াকুব)। بسم الله الرحمن الرحيم (**বিছমিল্লাহির** রাহমানির রাহীম): দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে—(২৭:৩০)।

[ম]

মউজ (موج), মওজ, মৌজ— ১বি. আনন্দ, উল্লাস। ২বি. মহাসমারোহ। ৩বি. ঢেউ, তরঙ্গ (আকাশঘন কাল মেঘেরি মউজ—জাফর)। و جاءهم الموج من كل مكان (ওয়া জাআহুমুল **মাউজ** মিন কুল্লি মাকান): সর্বদিক হইতে তরংগাহত হয় ------ (১০:২২)।

মউত (موت), মঊত, মৌত— বি. মৃত্যু (তবে বুঝি মউত হত খুব সুখের—মুফাখ্‌খার)। فتمنوا الموت (ফাতামান্নাউল **মাউত**): অতএব তোমারা মৃত্যু কামনা কর ----- (২:৯৪)।

মকান (مكان)— বি. বাড়ী, ঘর, আবাসস্থল, স্থান। و خذوا من مكان قريب (ওয়াখুজু মিম **মাকান্** কারীব): ইহারা নিকটস্থ স্থান হইতে ধৃত হইবে—(৩৪:৫১)।

মকাম (مقام), মোকাম— ১বি. গৃহ, স্থান, মহল (মুবারক মকামে রসূল করিমের মাজারে ইবাদত—এস, ওয়াজেদ)। و اتخذوا من مقام ابرهم مصلي (ওয়াত্তাখিজু মিন **মাকাম্** ইবরাহীমা মুছাল্লা): তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর—(২:১২৫)।

মছজিদ (مسجد), মসজেদ— বি. মুসলিমদের উপাসনালয়। لنتخذن عليهم مسجدا (লানাত্তাখিজান্না আলাইহিম **মাসজিদা**): আমরা তো নিশ্চয়ই উহাদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করিব—(১৮:২১)।

মছীহ (مسيح)— বি. হযরত ঈসা (আ.) (আসিল কিরে এতদিনে সেই মসীহ্ মহামানব------ নজরুল)। اسمه المسيح عيسي بن مريم (ইসমুহুল **মাসীস** ঈছাবনু মারইয়াম): তাহার নাম মসীহ মারইয়াম তনয় ঈছার--(৩:৪৫)।

মহব্বত (محبة)— বি. প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা, বন্ধুত্ব। و القيت عليك محبة مني (ওয়া আলকাইতু আলাইকা **মাহাব্বাত্** মিন্নী): আমি আমার নিকট হইতে তোমার উপর ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছিলাম—(২০:৩৯)।

মহম্মদ (محمد), মোহাম্মদ, মুহম্মদ, মোহম্মদ— বি. ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সঃ) (আদম দাউদ ঈসা মূসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ—নজরুল)। محمد رسول الله **(মুহাম্মাদুর** রাসূলুল্লাহ): মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল—(৪৮:২৯)।

মহরুম (محروم), মাহরুম— বিণ. বঞ্চিত, নিঃস্ব। في اموالهم حق للسائل و المحروم (ফী আমওয়ালিহিম হাক্কুল লিচ্ছাইলি ওয়াল **মাহরুম**): তাহাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক—(৫১:১৯)।

মহল (محل)— ১বি. গৃহ, ভবন, বাড়ীর অংশ (অন্দর মহল)। ২বি. স্থান। حتي يبلغ الهدي محله (হাত্তা ইয়াবলুগাল হাদিয়্যু

মাহিল্লাহ) যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু উহার স্থানে না পৌঁছে—(২:১৯৬)।

মালিক (مالك)— ১বি. অধিকারী, স্বামী (মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ/মাটির মালিক তাহারাই হন—নজরুল)। ২বি. প্রভু (দীন-দুনিয়ার মালিক তুমি)। مالك يوم الدين (**মালিকি** ইয়াউমিদদীন): কর্মফল দিবসের মালিক—(১:৩)।

মালুম (معلوم)— বি. অনুভব, বোধ, উপলব্ধি (কাজেই, এই যে মানবজাতি-জ্ঞানীর চোখে হয় মালুম—নজরুল)। و لها كتاب معلوم (ওয়া লাহা কিতাবুম **মালুম**) : তাহার জন্য ছিল একটি নির্দিষ্ট লিপিবদ্ধকাল ---(১৫:৪)।

মাশাআল্লা (ما شاء الله)— অব্য, সাবাস, আল্লাহ্ অপদৃষ্টি থেকে রক্ষা করুন (মাশাআল্লা! ইনশাআল্লা!—নজরুল)। الا ما شاء الله (ইল্লা মা **শাআল্লাহ**) : আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতিত— (১:৮৮)।

মিজান (ميزان), মীযান, মিজান— ১বি. দাঁড়িপাল্লা, তুলাদন্ড, ওজন করার যন্ত্র বিশেষ। ২বি. ইসলামী শাস্ত্রমতে পরকালে মানুষের ভালমন্দ বিচারের জন্য বিশেষ তুলাদন্ড। و وضع الميزان (ওয়া ওয়াজাআ আল্-**মীজান**): এবং স্থাপন করিয়াছেন মানদন্ড—(৫৫:৭)।

মুনাফেক (منافق), মুনাফিক, মুনাফেখ, মোনাফেক— বিণ. কপট, কপটী, কপটাচারী, প্রবঞ্চক, ভন্ড।] একব, বহুব : মুনাফিকুন] اذ يقول المنفقون (ইজ্ ইয়াকুলুল **মুনাফিকুন**): যখন মুনাফিকগণ বলেন—(৮:৪৯)।

মুবারক (مبارك), মোবারক— বি. শুভ, শুভলক্ষণ, কল্যাণময়, পবিত্র (ফুরিয়ে এল রমযানেরই মোবারক মাস—নজরুল)। هذا ذكر مبارك (হাজা জিকরুম **মুবারাকুন**): ইহা কল্যাণময় উপদেশ—(২১:৫০)।

মুছ্লেমিন (مسلمين)— বি. মুসলমানগণ (নাহিক ইমাম, বলিতে হইবে-ইহারা মুসলেমিন --- নজরুল)। و انا اول المسلمين (ওয়া আনা আউয়ালুল্ **মুছলেমীন**):, আমিই প্রথম মুসলিম—(৬:১৬৩)।

মুছা (موسي)— ১বি. ইহুদীদের প্রসিদ্ধ ধর্মবিধানদাতা। ২বি. তওরাৎ কিতাব প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ রসূল বা পয়গম্বর। سلام علي موسي و هارون (ছালামুন আলা **মুছা** ওয়া

হারুন): মূসা ও হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক -------- (৩৭:১২০)।

মুহাজির (مهاجر), মুহাজের, মোহাজের— বিণ. দেশত্যাগী (যাহারা সত্যের জন্য দেশত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে মুহাজির বলে -- বাহার)। و قال اني مهاجر الي ربي (ওয়া কালা ইন্নি **মুহাজির** ইলা রাব্বি): আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করিতেছি— (২৯:২৬)।

মেহরাব (محراب)— বি. মসজিদে ইমাম দাঁড়ানোর স্থান, কক্ষ। و هو قائم يصلي في المحراب (ওয়া হুয়া কায়িমুন ইয়ুছাল্লি ফীল **মিহরাব**) তিনি কক্ষে সালাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন—(৩:৩৯)।

[র]

রওযা (روضة), রওজা— ১বি. সমাধি, সমাধি প্রাঙ্গণ, সমাধি-সংলগ্ন উদ্যান (জাত-পাক মোস্তফার রওজা মোবারক যেথায় ------ নজরুল)। ২বি. বাগান, জান্নাত। فهم في روضة يحبرون (ফাহুম ফী **রাওজাহ্** য়ুহবারুন): তাহারা জান্নাতে থাকিবে— (৩০:১৫)।

রদ (رد)— ১বিণ. খারিজ, মকুফ, রহিত (রদ হবেনা কিস্তি, জমি উঠবে না আর লাটে— নজরুল)। ২বি. খারিজকরণ, রহিতকরণ। فلا يستطيعون ردها (ফালা ইয়াছতাতীউনা **রাদ-দাহা**) : ফলে উহারা উহা রোধ করিতে পারিবে না— (২১:৪০)।

রফিক (رفيق), রফীক— বি. বন্ধু, সাথী, মিত্র। و حسن اولئك رفيقا (ওয়া হাসুনা উলায়িকা **রাফিকা**): তাহারা কত উত্তম সংগী! —(৪:৬৯)।

রমজান (رمضان), রমযান, রমাদান— বি. হিজরী সনের নবম মাস (ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ—নজরুল)। شهر رمضان الذي انزل فيه القران (শাহরু **রামাজান** আল্লাজী উনজিল ফীহিল কুরআন): রামাযান মাস, ইহাতে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে - (২:১৮৫)।

রহমত (رحمة), রাহমত— বি. করুণা, দয়া, অনুগ্রহ, কৃপা (খোদার রহম এলরে আখেরে নবীর বেশে—নজরুল)। اولئك يرجون رحمة الله (উলাইকা ইয়ারজুনা **রাহমাত আল্লাহি**): তাহারাই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে— (২:২১৮)।

রহমান (رحمن), রাহমান— ১বিণ. পরম করুণাময়, করুণাময় আল্লাহ। ২বি. খোদার এক নাম (বিচার যদি করবে কেন রহমান নাম নিলে—নজরুল)। الرحمن علم القران (আর **রাহমান** আল্লামাল কুরআন): দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন—(৫৫:১.২)।

রহমানুর রহিম (رحمن الرحيم)— বি. পরমদয়ালু, পরম করুণাময় আল্লাহ (বলেছেন রহমানুর রহিম, বলেছেন রসূলে করিম—নজরুল)। بسم الله الرحمن الرحيم (বিছমিল্লাহির রাহমানুর রাহীম): দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে—(২৭:৩০)।

রহিম (رحيم), রহীম— ১বিণ. পরম দয়ালু, করুণাময়। ২বি. খোদার এক নাম। و الله غفور رحيم (ওয়াল্লাহু গাফুরুর **রাহীম**): আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু—(৩:৩১)।

রাজ্জাক (رزاق)— বি. অন্নদাতা, আল্লাহর অপর এক গুণবাচক নাম। ان الله هو الرزاق (ইন্নাল্লাহা হুয়ার **রাজ্জাক**) আল্লাহইতো রিযক দান করেন—(৫২:৫৮)।

রাজী (راضي), রাজি, রাযী— ১বিণ. সম্মত, স্বীকৃত (ত্যাগ ও শহীদ হওয়া ছাড়া মোরা আর সব হতে রাজি—নজরুল)। ২বিণ. সন্তুষ্ট, খুশী। فهو في عيشة راضية (ফাহুয়া ফী ইশাতির **রাজিয়া**): সুতরাং সে যাপন করিবে সন্তোষজনক জীবন—(৬৯:২১)।

রূম (روم), রূম— বি. গ্রীস। রুমী—বিণ. গ্রীক, রোমক। غلبت الروم (গুলিবাতির **রূম**) রোমকগণ পরাজিত হইয়াছে—(৩০:২)।

রূহ (روح), রুহ— বি. আত্মা, অন্তরাত্মা, অন্তর (তোমায় আমি ভুলব কিসে/আছ আমার রুহে মিশে—নজরুল)। قل الروح من امر ربي (কুলির **রূহ** মিন আমরি রাব্বি): বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত—(১৭:৮৫)।

রেকাব (ركاب), রিকাব, রিকিব— ১বি. ঘোড়ার দুপাশে জিন-সংলগ্ন অশ্বারোহীর পাদান।- ২বি. উট। من خيل و لا ركاب (মিন খাইলিউ ওয়ালা **রিকাব**): অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে—(৫৯:৬)।

[ল]

লওহ (لوح)— বি. ফলক, তক্তা। في لوح محفوظ (ফী **লাওহ্** মাহফুজ): সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ—(৮৪:২২)।

সাহিত্য পত্রিকা

লাইলাতুল কদর (ليلة القدر)—

লাইলাতুল কদর (ليلة القدر)— বি. সম্মানিত রাত্রি, মুবারক রাত। এই একটি রাতের ইবাদতের পূণ্য হাজার মাসের ইবাদতের তুল্য। ليلة القدر خير من الف شهر (**লাইলাতুল** কাদর্‌ খাইরুন মিন আলফি শাহর): মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ —(৯৭:৩)।

লা-ইলা (لا الـه), লা-এলা— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-র সংক্ষিপ্ত রূপ। (লায়লির প্রেমে মজনু পাগল/আমি পাগল 'লাইলা'র— নজরুল)। الله لا الـه الا هـو (আল্লাহু **লা ইলাহা** ইল্লা হুয়া): আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই—(৩৭:৩৫)।

লানত (لعنة), লানৎ, লাহানতি— ১বি. অভিশাপ (হাজার লানত যে এমন কাজ করে- হামজা)। ২বি. অপমান, লাঞ্ছনা, ভর্ৎসনা। فلعنة الله علي الكفرين (ফা **লা'নাত্‌- আল্লাহি** আলাল কাফিরীন): সুতরাং কাফিরদের প্রতি আল্লাহর লা'নত— (২:৮৯)।

লিল্লা (لله), লিল্লাহ— বি. আল্লাহর রাস্তায় দান, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন কিছু উৎসর্গ করা। আল্লাহর জন্য। انا لله (**ইন্না লিল্লাহ**): আমরা তো আল্লাহরই— (২:১৫৬)।

লেবাছ (لباس), লেবাস— বি. পোশাক। و لباس التقوي ذالك خير (ওয়া **লিবাছু** আত্‌ তাকওয়া জালিকা খাইর): তাকওয়ার পরিচ্ছদ, ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট— (৭:২৬)।

[শ]

শরিক (شريك), শরীক, সরিক—বি. অংশী। و لم يكن له شريك (ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু শারিক): তাহার কোন শরীক নাই— (২৫:২)।

শরিয়ত (شريعة), শরীয়ৎ-১বি. ইসলামের বিধি-বিধান। ২বি. ধর্মাচার ও ধর্মীয় আইন-কানুন। ثم جعلناك علي شريعة (ছুম্মা জাআলনাকা আলা **শারিয়াত**): ইহার পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি দীনের উপর ------ (৪৫:১৮)।

শয়তান (شيطان)— ১বি. ইহুদী,

খৃস্টীয় ও ইসলামী শাস্ত্রোক্ত আল্লাহ্ দ্রোহী। ২বি. পাপাত্মা, অতিশয় দুর্বৃত্ত ব্যক্তি। ৩বি. ইবলিস। فازلهما الشيطان (ফাআজাল্লাহুমাশ্ **শায়তান্**): কিন্তু শয়তান তাহাদের পদস্খলন ঘটাইল—(২:৩৬)।

শহীদ (شهيد), শহিদ, সহিদ— ১বি. ধর্মযুদ্ধে নিহত, ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভের জন্য আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তি। ২বি. সাক্ষী। و الله شهيد علي ما تعلمون (ওয়াল্লাহু **শাহীদ্** আলা মা তা'মালুন): তোমরা যাহা কর আল্লাহ উহার সাক্ষী— (৩:৯৮)।

শাফায়ত (شفاعة), সাফায়াৎ, সাফাত— বি. সুপারিশ, বিশেষতঃ কিয়ামতে আল্লাহর নিকট নবী করীমের এই সুপারিশ (পাব কিয়ামতে তাঁহার শাফায়ত—নজরুল)। و لا تنفعها شفاعة (ওয়ালা তানফাউহা **শাফায়াত**): কোন সুপারিশ কাহারও পক্ষে লাভজনক হইবে না— (২:১২৩)।

শাহাদত (شهادة)— বি. সাক্ষ্য। و لا تكتموا الشهادة (ওয়ালা তাকতুমুশ্ **শাহাদাতা**) তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না— (২:২৮৩)।

শিরক (شرك), শেরেক— ১বি. অংশীকরণ। ২বি. আল্লাহর সাথে অন্য কারো শরীক করা। ৩বি. পৌত্তলিকতা— ان شرك لظلم عظيم (ইন্নাশ **শিরকা** লা জুলমুন আজীম): নিশ্চয় শিরক চরম যুলুম—(৩১:১৩)।

শোকর (شكر), শুকুর, সোকর— বি. ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। اعلموا ال داود شكرا (ইয়া'মালু আলা দাউদা **শুকরা**): হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সংগে তোমরা কাজ করিতে থাক— (৩৪:১৩)।

[হ]

হক (حق)— ১বি. ন্যায্য অধিকার, দাবী, ২বিন প্রকৃত, সত্য। جاء الحق (জাআল্ **হক্ব**): সত্য আসিয়াছে -- (১৭:৮১)।

হকিম (حكيم), **হাকিম, হাকীম**— ১বি. ইউনানী চিকিৎসক। ২বি. আল্লাহর একটি

প্রজ্ঞাময় انك انت العليم الحكيم (ইন্নাকা আনতাল আলীমুল **হাকীম**): আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময় (২:৩২)।

হজ্জ (حج)— বি. ইসলামের একটি রুকন। اتموا الحج و العمرة لله (অতিমমুল **হাজ্জ** ওয়াল ওমরাহ লিল্লাহি): তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ কর —(২:১৯৬)

হলকুম (حلقوم), **হোলকুম**— ১বি. কণ্ঠনালী, গলা فلو لا اذا بلغت الحلقوم (ফালাওলা ইজা বালাগাতিল **হুলকুম**): পরন্তু কেন নয়—প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় ------ (৫৬:৮৩)।

হাওয়া (هوي)— ১বি. বায়ু, বাতাস ২বি. কুপ্রবৃত্তি। و نهي النفس عن الهوي (ওয়া নাহান্ নাফসা আনিল **হাওয়া**) : যে প্রবৃত্তি হইতে নিজেকে বিরত রাখে -- (৭৯:৪০)

হাজত (حاجة) **হাজৎ**— ১বি. বিচারের আগে অপরাধীকে প্রয়োজন মত হাজির করবার জন্য পুলিশের জিম্মায় রাখার স্থান। —২বি. অভাব, প্রয়োজন (সালাতুল হাজত)। و لا يجدون في صدورهم حاجة (ওয়ালা ইয়াজিদূনা ফী ছুদুরিহিম **হাজাত্**): তাহাদের অন্তরে প্রয়োজন অনুভব করে না —(৫৯:৯)।

হাদীছ (حديث), **হদিস, হদীস, হাদিছ**— বি. হযরত মুহাম্মদ (স:)এর বাক্য, কার্য্য এবং অনুমোদন। و من اصدق من الله حديثا (ওয়া মান আছদাকু মিনাল্লাহি **হাদীছা**): কে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদি —(৪:৮৭)।

হাজির (حاضر), **হাযির**— বিন. উপস্থিত। وجدوا ما عملوا حاضرا (ওয়া জাদু মা আমিলু **হাজিরা**) উহারা উহাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাইবে—(১৮:৪৯)।

হাবিয়া (هاوية)— বি. দোজখ, নরক (ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোযখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া— নজরুল)। **وامه هاوية** (ওয়া উমমুহু **হাবিয়া**): তাহার স্থান হইবে হাবিয়া—(১০১:৯).

হায়াত (حيوة)— বি. আয়ু, জীবন, পরমায়ু। و ما الحيوة الدنيا الا متاع (ওয়া মাল-**হায়াত আদ্** দুনইয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর):

পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতিত কিছুই নয় (৩:১৮৫)।

হারাম (حرام)—১বি. ইসলাম ধর্মের বিধানে অবৈধ বা নিষিদ্ধ কাজ। هذا حرام (হাজা হারাম): উহা হারাম (১৬:১১৬)

হাশর (حشر)—১বি. পুনরুত্থান, কিয়ামত—২বি. সমাবেত। لأول الحشر (লি আউয়ালিল **হাশর**): প্রথম সমাবেত —(৫৯:২)

হিকমত (حكمة), **হেকমত**— ১বি. কৌশল, জ্ঞানবত্তা, ২বি. দক্ষতা কর্মকুশলতা (তাতে লেখা আছে সব পরীদের হিকমত ----- নজরুল)। ادع الى سبيل ربك بالحكمة (উদয়ূ ইলা ছাবিলি রাব্বিকা বিল **হিকমাত**): তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হেকমতের সাথে -------(১৬:১২৫)।

হিসাব (حساب), **হিসেব** —১বি. গননা, ২বি. বিচার, বিবেচনা। و الله سريع الحساب (ওয়াল্লাহু ছারিউল **হিছাব**): আল্লাহ হিসাব গ্রহনে অত্যন্ত তৎপর—(২:১০২)

হুকুম (1 (حكم) বি. আজ্ঞা আদেশ, ২বি. বিধান و له الحكم و اليه ترجعون (ওয়া লাহুল **হুকম্** ওয়া ইলাইহি তুরজাউন): বিধান তাহারই তোমরা তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে—(২৮:৭০)।

হুজরা (حجرة), হোজরা— বি. ছোট কামরা, মসজিদের সংলগ্ন ছোট কামরা, কুঠরি। من وراء الحجرة (মিন ওয়ারাইল **হুজরা**): ঘরের বাহির হইতে—(৪৯:৪)।

হুর (حور)— ১বি. অতিশয় সুন্দরী। ২বি. বেহেশ্তের সুন্দরী। و زوجنهم بحور (ওয়া জাও ওয়াজনাহুম বি-হুর): আমি উহাদিগকে হুর সঙ্গিনী দান করিব - (৪৪:৫৪)

হেফজ (حفظ), হিফজ—১বি. মুখস্থ, কণ্ঠস্থ। ২বি. রক্ষণ। و زينا السماء الدنيا بمصابيح و حفظا (ওয়া জাইয়্যান্নাছ ছামা-আদ দুনইয়া বিমাছাবীহা ওয়া হিফজ) এবং নিম্নের আকাশকে প্রদীপসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত করিয়াছি (৪১:১২)।

গ্রন্থপঞ্জী

১ আল-কুরআনুল কারীম — ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা-২০০১ ।

২ কোরআনের অভিধান — হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
ঢাকা-২০০১

৩ লুগাতুল কুরআন — আলহাজ্ব মৌঃ সেকান্দার আলী তালুকদার
ঢাকা- ১৯৮৫

৪ ব্যবহারিক বাংলা অভিধান — বাংলা একাডেমী
ঢাকা-২০০২ ।

৫ আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান — ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান
ঢাকা-১৯৯৮ ।

৬ আল মু'জামুল ওয়াছীত — মাজমাউ'ল লুগাতুল আরাবিয়্যা
দিল্লী- তা. বি.

প্রবন্ধে ব্যবহৃত কবি সাহিত্যিকদের নামের সংকেত পরিচিতি

সংকেত	সংকেত পরিচিতি
অচিন্ত্য	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অবনীন্দ্র	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আকরম	মাওলানা আকরম খাঁ
আলাওল	কবি আলাওল
আহসান	আহসান হাবীব
ইজদানী	রওশন ইজদানী
ইব্রাহীম	ইব্রাহীম খাঁ
ইমদাদ	কাজী ইমদাদুল হক
ওয়াসেক	আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী
ওহীদ	ওহীদুল আলম
গরীব	শাহ গরীবুল্লাহ
জসীম	জসীমউদদীন
টেকচাঁদ	টেকচাঁদ ঠাকুর/প্যারিচাঁদ মিত্র
তসলিম	তসলিম হোসেন
দৌলত	দৌলত কাজী
নজরুল	কাজী নজরুল ইসলাম
নাহার	বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ
প্রমথ	প্রমথ চৌধুরী
ফররুখ	ফররুখ আহমদ
ফরিদী	আব্দুল হক ফরিদী
বরকত	মো: বরকতউল্লাহ
বঙ্কিম	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাহার	হাবীবুল্লাহ বাহার
বিজয়	বিজয় গুপ্ত
বিদ্যা	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ভারত	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
মওদুদ	আবদুল মওদুদ
মনসুর	আবুল মনসুর আহমদ
মশাররফ	মীর মশাররফ হোসেন
মাহবুব	মাহবুবুল আলম
মুজতবা	সৈয়দ মুজতবা আলী
মুস্তাফিজ	মুস্তাফিজুর রহমান
মু. শ.	ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
মৈ. গী.	মৈমনসিং গীতিকা
মোহিত	মোহিতলাল মজুমদার
রবীন্দ্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শাহাদাত	শাহাদাত হোসেন
সিরাজী	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
সত্যেন্দ্র	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
সুলতান	সৈয়দ সুলতান
হামজা	সৈয়দ হামজা
হেয়াত	হেয়াত মামুদ

অন্যান্য সংকেত পরিচিতি

বিশেষ্য	বি.	এক বচন	একব
বিশেষণ	বিণ.	বহুবচন	বহুব
ক্রিয়া	ক্রি.		